বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

নিরীক্ষা বছর ঃ ২০১৬ এবং তৎপূর্ববর্তী সালের হিসাব সম্পর্কিত

শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ (১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	-
২	Abbreviations & Glossary	-
৩	প্রথম অধ্যায়	১-৫
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৪৫
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৫
৬	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১২৮(১) এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Public Enterprise এর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৬ এবং তৎপূর্ববর্তী বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, প্রতিষ্ঠানের অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৭টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ (১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ০৫/০৬/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২০/০৯/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviations & Glossary

১.	Acceptance	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়
২.	BMRE	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম
৩.	BTB (বিটিবি)	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
৪.	C.C (HYPO) সিসি হাইপো)	Cash Credit Hypothecation	জমি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ সুবিধা কমপক্ষে ১.৫ গুণ। অর্থাৎ ঋণাংকের কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে
৫.	CIB	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন
৬.	Cost of Fund :	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ সহ মোট ব্যয় কভার করার নাম Cost of Fund | Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না
৭.	CC (Pledge)	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে ঋণ সুবিধা (গুদামে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা
৮.	ECC (ইসিসি)	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিপূর্ব ঋণ সুবিধা
৯.	ETP (ইটিপি)	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়
১০.	FBP (এফবিপি)	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে
১১.	FBPN (এফবিপিএন)	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হলে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দায় সমন্বয়ের চেষ্টা করে
১২.	FC (Account) (এফসি একাউন্ট)	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে FC (Account) খুলতে হয়
১৩.	FL	Funded liability	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:- সিসি (হাইপো), সিসি (প্লেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ:-লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)
১৪.	FL/DL (ফোর্সড লোন/ ডিমান্ড লোন)	Forced Loan/ Demand Loan	রপ্তানি ব্যর্থতায় আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়
১৫.	IDCP (আইডিসিপি প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	Interest During Construction	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ
১৬.	LC (এলসি)	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

১৭.	LDBP	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ
১৮.	LIM (লিম)	Loan against Imported Merchandise	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে LIM গুদাম না থাকা সাপেক্ষে আমদানিকারককে এ সুবিধা দেয়া হয়
১৯.	LTR (এলটিআর)	Loan Against Trust Receipts	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে সৃষ্ট ঋণ
২০.	Non-funded liability	-	এলসি খোলার বিপরীতে আন্তর্জাতিক ঋণ। যেমন:- ব্যাক টু ব্যাক এলসি, এলসি গ্যারান্টি ইত্যাদি দায় নন-ফান্ডেড দায়।
২১.	PAD (পিএডি)	Payment Against Document	Arrangement under which a buyer can get the delivery (shipping) documents only upon full payment of the invoice or bill of exchange. Cash L/C at sight (Import L/C) এর ক্ষেত্রে Documents ব্যাংকে রেখে এ ঋণ সুবিধা দেয়া হয়
২২.	PC (পিসি)	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা (রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০%)
২৩.	PSC (পিএসসি)	Pre-Shipment Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা
২৪.	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়
২৫.	অনারোপিত সুদ	-	ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়
২৬.	আরোপিত সুদ	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ
২৭.	এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonors) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়
২৮.	ডাউন পেমেন্ট	-	পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের স্বপক্ষে ১০% ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়
২৯.	ডেফার্ড এলসি	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter
৩০.	পুনঃতফসিল	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক
৩১.	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারণত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়
৩২.	বড্রু	Bordereau	পুনঃবীমা প্রিমিয়াম, কমিশন ও লসেস পেইড সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী যাতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (সাবীক) এর সাথে স্ব স্ব বীমা কোম্পানির দেনা পাওনা সংরক্ষিত থাকে

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

২

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	
১	ব্যাংকিং নীতিমালা উপেক্ষা করে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নগদে আদায় না করে ডকুমেন্টস ছাড়করণের ফলে ব্যাংকের অনিয়মিত দায় সৃষ্টি, ডেফার্ড এলসির মাল রপ্তানি/বিক্রয় সত্ত্বেও ঋণ হিসাবে জমা না করায়; প্রকল্পসমূহ সময়মত বাস্তবায়ন না করাসহ ব্যাংকের মূলধনের নির্ধারিত সীমা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ ও পুনঃতফসিলিকরণ কার্যকর না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৫৬৩৫,৩৭,০৭,২৩১
২	গ্রাহক কর্তৃক রপ্তানি মূল্য ব্যাংক হিসাবে জমা না করার পরও উপর্যুপরি এলসি লিমিট অতিরিক্ত এলসি স্থাপন, ব্যাংকের নির্ধারিত মূলধন অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণসহ কোন সহায়ক জামানত না থাকায় ও অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৯২৫,১৪,২৩,২৫৭
৩	রপ্তানি সামর্থ্য যাচাই না করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন এবং ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হওয়ার পরও এলসি স্থাপন ও পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় এবং অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় খেলাপি অনাদায়ি	১২২,০৪,৮২,৩৩১
৪	সিসি (হাইপো) ও লিম ঋণের বিপরীতে লিম গোডাউনে মালামাল না থাকা এবং প্লেজ মালামালের গুণগতমান নষ্ট হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি	৬৬,৫০,৩৯,৫৪৭
৫	প্রকল্পের জমি মর্টগেজ ও রিফাইন্যান্স এর প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা গ্রহণ ব্যতিরেকে ডেফার্ড এলসি স্থাপনসহ অনিয়মিতভাবে প্রকল্পের টাকা ছাড় করায় ব্যাংকের অনিয়মিত দায়	২৩৪,০৮,৭৫,৫২৩
৬	স্বভাবগত খেলাপি গ্রাহকের অনুকূলে বারবার ঋণের পুনঃতফসিল দিয়ে কার্যকর না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে নতুন ঋণ মঞ্জুরি সুবিধা দিয়ে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৭২,৮৭,৮০,৭৯৫
৭	আর্থিক ও রপ্তানি সামর্থ্য বিবেচনায় না এনে ঋণ মঞ্জুর, চলতি মূলধনের অভাবে প্রকল্প বন্ধ, রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোনসহ প্রকল্প ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন	৪৭,৩১,৫৮,৮২৬
৮	পুনঃবিন্যাসের সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন	১৯,৬১,০৯,৩১৭
৯	সিসি (হাইপো) ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর, নতুন সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের পর শাখার মনিটরিং না থাকায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ, ঋণের তুলনায় জামানত নগণ্য হওয়ায় ক্ষতি	৪১,৬৮,৯৩,১৩২
১০	বন্ধকী সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন করে ঋণ মঞ্জুর, মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত এবং লেনদেনবিহীন সিসি (হাইপো) ঋণ অনাদায়ে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৩,২০,০৫,৫৪৬
১১	অস্বচ্ছল গ্রাহক ও জামানতবিহীন ঋণের দায় অধিগ্রহণ করে ঋণ বিতরণের পর আদায়ে ব্যর্থ হয়ে পুনঃতফসিল দিয়েও টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি	১৬৪,৫৯,০০,০০০
১২	অধিগ্রহণকৃত ঋণ বার বার পুনঃতফসিলের সুবিধা নেয়া সত্ত্বেও টাকা আদায় না হওয়ায় এবং দায়ের তুলনায় জামানত কম হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন	১৯৭,২১,৩১,৬৪৪
১৩	সঠিক গ্রাহক নির্বাচন ও ঋণের প্রাপ্যতা বিবেচনায় না এনে ঋণ মঞ্জুর ও অনিয়মিত বিতরণের পর গ্রাহক প্রকল্প চালাতে ব্যর্থ, ঋণের তুলনায় জামানত অতি নগণ্য হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১৩,৬২,৫৫,৫৫৬
১৪	মেয়াদোত্তীর্ণ ও সন্দেহজনক দায় থাকা অবস্থায় রপ্তানি হবে না জেনেও বিবিএলসি স্থাপন করে রপ্তানি ব্যর্থতায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন	৯,১৭,১৯,৫১৫
১৫	মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (MOU) এর শর্ত পরিপালন না করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং ক্রয়কৃত রপ্তানি বিল (FDBP) অপ্রত্যাবাসিত থাকা সত্ত্বেও নতুন রপ্তানি বিল (FDBP) ক্রয় করায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায়	১৫৫১,৬৪,৭৭,০০২

১৬	ক্রয়কৃত রপ্তানি বিলমূল্য (FDBP) ম্যাচুরিটি তারিখের পর অপ্রত্যাবাসিত থাকা সত্ত্বেও নতুন রপ্তানি বিল ক্রয় (FDBP) করায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ পাওনা	৪৮৫,৩৬,৭৩,৮৪৮
১৭	মেসার্স হাসান জুট মিলস্ লিঃ কে প্রদত্ত সিসি (হাঃ) ঋণ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি	৭,৯৯,৭১,৬৩০
	সর্বমোট=	৯৫৯৭,৪৬,০৪,৭০০

(কথায়: নয় হাজার পাঁচশত সাতানব্বই কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ চার হাজার সাতশত টাকা)

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর :

- ২০০৯ হতে ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন সালের হিসাব।

নিরীক্ষার প্রকৃতি :

- Entity Wide Audit।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সাল	নিরীক্ষার সময়কাল
১.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন ৯টি কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	২০১৩-২০১৬	০৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৪/০৩/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত
২.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী ও এর আওতাধীন বিভিন্ন শাখা	২০০৯-২০১৬	০৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি:

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে :

- মহাপরিচালক, শিল্প,বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ :

- ব্যাংকের ঋণ বিতরণ নীতিমালা, বৈদেশিক বিনিময় নীতিমালা, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলার, আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ - ০১

শিরোনাম : ব্যাংকিং নীতিমালা উপেক্ষা করে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নগদে আদায় না করে ডকুমেন্টস ছাড়করণের ফলে ব্যাংকের অনিয়মিত দায় সৃষ্টি, ডেফার্ড এলসির মাল রপ্তানি/বিক্রয় সত্ত্বেও ঋণ হিসাবে জমা না করায়; প্রকল্পসমূহ সময়মতো বাস্তবায়ন না করাসহ ব্যাংকের মূলধনের নির্ধারিত সীমা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ ও পুনঃতফসিলিকরণ কার্যকর না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৫৬৩৫,৩৭,০৭,২৩১ (পাঁচ হাজার ছয়শত পঁয়ত্রিশ কোটি সাইত্রিশ লক্ষ সাত হাজার দুইশত একত্রিশ) টাকা।

বিবরণ:

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৬ সালের হিসাব ০৩.১২.২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৪.০৩.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে জনতা ভবন কর্পোরেট শাখার প্রকল্প, সিসি (হাইপো), এলসি (ডেফার্ড ও সাইট), পিএডি ও পিএডি (টার্ম লোন) সংক্রান্ত নথি এবং স্থানীয় কার্যালয়ের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যাংকিং নীতিমালা উপেক্ষা করে গ্যালাক্সি সুয়েটার এন্ড ইয়ার্ন ডাইং লিঃ ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নগদে আদায় না করে ডকুমেন্টস ছাড়করণের ফলে ব্যাংকের অনিয়মিত দায় সৃষ্টি, ডেফার্ড এলসির মাল রপ্তানি/বিক্রয় সত্ত্বেও ঋণ হিসাবে জমা না করায়; প্রকল্প সমূহ সময়মত বাস্তবায়ন না হওয়ায় ব্যাংকের মূলধনের নির্ধারিত সীমা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ ও পুনঃতফসিলিকরণ কার্যকর না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫৬৩৫,৩৭,০৭,২৩১ টাকা (পরিশিষ্ট-০১)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- জনতা ভবন কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স গ্যালাক্সি সুয়েটার এন্ড ইয়ার্ন ডাইং লিঃ ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে ২০১০ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ০৫ টি প্রতিষ্ঠানের নামে সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহকগণ সঠিক সময়ে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অডিটকালীন সময় পর্যন্ত পিসিআর ইস্যু করা হয়নি। ফলে প্রমাণিত হয় যে, প্রকল্প গ্রাহকের মূলধন ও ব্যাংকের বিতরণকৃত টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি।
- মেসার্স গ্যালাক্সি সুয়েটার এন্ড ইয়ার্ন ডাইং লিঃ এর দায়-দেনার বিবরণী পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের এলসি লিমিট প্রদান করা হয় ২৯০.০০ কোটি টাকা। উক্ত এলসি লিমিটের বিপরীতে পিএডি দায় সৃষ্টি হয় ৪৫০.৭৫ কোটি টাকা যা টার্মলোনে পরিণত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লিমিটের চেয়ে অতিরিক্ত এলসি স্থাপন করা হয়।
- অনুরূপ সুপ্রভ স্পিনিং লিঃ এর এলসি লিমিট প্রদান করা হয় ১৫০.০০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে পিএডি টার্মলোনে পরিণত করা হয় ১৭৮.৯১ কোটি টাকা। এক্ষেত্রেও এলসি লিমিট অপেক্ষা অতিরিক্ত এলসি স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট বর্তমানে পিএডি এটসাইট ৩.৯১ কোটি, ডিমান্ড লোন ১৫৩.৩৮ কোটি, ননফান্ডেড ১৪১.৫১ কোটি সহ মোট ২৯৮.৮০ কোটি টাকার এলসি স্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২৯৮.৮০-১৫০.০০ = ১৪৮.৮০ কোটি টাকা অতিরিক্ত এলসি স্থাপন করা হয়েছে।
- মেসার্স গ্যালাক্সি সুয়েটার এন্ড ইয়ার্ন ডাইয়িং লিঃ এর ৯০৩.০৭ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে জামানত আছে মাত্র ২৯৪.৩৬ কোটি টাকা। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণের বিপরীতে ৬১২.৭১ কোটি টাকার জামানত ঘাটতি রয়েছে।
- মেসার্স সুপ্রভ কম্পোজিট লিঃ এর ঋণের দায় রয়েছে ৬২০.২৬ কোটি টাকা। এর বিপরীতে জামানত আছে মাত্র ১২৪.৯৮ কোটি টাকা, ঋণের চেয়ে জামানত ঘাটতি রয়েছে ৪৯৫.২৮ কোটি টাকা।
- ২৬.০৯.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের সমীপে পেশ করা স্মারক হতে দেখা যায় যে, গ্যালাক্সি সুয়েটার, সুপ্রভ কম্পোজিট নীট ও সিমরান কম্পোজিট লি: এর ০৩টি ঋণ ডিএফ ও বিএল হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই নিয়মিত দেখিয়ে উপর্যুপরি এলসি স্থাপন করে অনিয়মিত দায় সৃষ্টি করা হয়েছে, যা ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ২৬ কক ধারার পরিপন্থি।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলীর ১১(ক) অনুযায়ী প্রকল্পে যন্ত্রপাতি আমদানির ০৬ মাসের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের শর্ত থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি। অপরদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকল্প লোন পুনঃতফসিল করা হলেও পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে জুন/২০১৭ হতে কিস্তি আদায়যোগ্য হলেও গ্রাহক কোন কিস্তির টাকা পরিশোধ করেনি।

৩—

- ০৩টি চলমান প্রকল্পের ০৩টি সিসি (হাইপো) টার্মলোনে পরিণত করে ৩১.০৩.২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত মেয়াদ প্রদান করা হয়েছে। সিসি হাইপো ঋণের কাচাঁমাল দ্বারা উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি/বিক্রয় করা সত্ত্বেও ঋণ হিসাবে জমা না করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চলমান ঋণকে পুনঃতফসিলের মাধ্যমে টার্মলোনে পরিণত করা ব্যাংকের আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি ও গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- আলোচ্য গ্রাহক ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ঋণসমূহ ২য় বার পুনঃতফসিলের জন্য ২০১৭ সনে পর্ষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফসিল অনুমোদন করা হয়নি। এক্ষেত্রে পর্ষদের অনুমোদন ব্যতীত বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃতফসিলের জন্য প্রেরণ করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- ঋণসমূহ শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃক ঋণসমূহ নিয়মিত দেখিয়ে এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান করা ব্যাংকের বিধি-বিধানের পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৬ সালে ব্যাংকের মোট মূলধন ছিল ৪৩১৮.৯৮ কোটি টাকা। MOU এর শর্তানুসারে কোন একক গ্রাহক বা গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকের মোট মূলধনের ১০% এর বেশি ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ যোগ্য নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ২৮.০২.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঋণের স্থিতি রয়েছে (ফান্ডেড) ৪৯৭৭.৮৭ কোটি টাকা। মূলধনের ১০% হিসেবে ৪৩১.৯০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণযোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৪৯৭৭.৮৭ কোটি টাকা। অতিরিক্ত বিতরণ করা হয়েছে (৪৯৭৭.৮৭-৪৩১.৯০)=৪৫৪৫.৯৭ কোটি টাকা। অপরদিকে ননফান্ডেড দায় রয়েছে ৬৫৭কোটি টাকা। MOU এর শর্তানুসারে ব্যাংকের মূলধনের ৫% এর বেশি ননফান্ডেড দায় সৃষ্টি করা যাবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে (৪৩১৮.৯৮×৫%)=২১৫.৯৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ননফান্ডেড দায় সৃষ্টির পরিবর্তে (৬৫৭.৪৯-২১৫.৯৫)=৪৪১.৫৪ কোটি টাকার অতিরিক্ত ননফান্ডেড দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে MOU এর শর্ত মোটেই পরিপালন করা হয়নি।
- মেসার্স গ্যালাক্সি সুয়েটার এন্ড ইয়ার্ন ডাইং লিঃ এর অনুকূলে ১৪৫টি ক্যাশ এলসি এট সাইট স্থাপন করা হয়। উক্ত এলসির পিএডি বাবদ দায় ১৮১.৯৪ কোটি টাকা নগদে আদায় না করে ডকুমেন্টস ছাড়করণ করায় ব্যাংকের অনুকূলে অনিয়মিত দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।
- একইভাবে মেসার্স সুপ্রভ স্পিনিং লিঃ এর ৪টি, সুপ্রভ কম্পোজিট লিঃ এর অনুকূলে ৩৬টি, মেসার্স সুপ্রভ রোটর স্পিনিং লিঃ এর অনুকূলে ০২টি এবং সিমরান কম্পেজিট লিঃ এর অনুকূলে ০১টি ক্যাশ এলসির পিএডিসহ মোট ১৫৪,৬০,৮৯,৫৮১ টাকার পিএডি দায় আদায় না করেই ডকুমেন্টস ছাড় করা হয়েছে- যা ব্যাংক নীতিমালার পরিপন্থি।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২৭১টি ডেফার্ড এলসি দায় বাবদ ৪৬৪,৯৬,৩০,১৬৭ টাকা ডিমান্ড লোন/পিএডি সৃষ্টি করা হয়েছে। গ্রাহক ঋণের নিয়মিত দায় পরিশোধ না করা সত্ত্বেও উপর্যুপরি ডেফার্ড এলসি প্রদান করা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- গ্রাহক ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৩৪৮.৫২ কোটি টাকার পিএডি ও ডিমান্ড লোনের মালামাল আমদানি করা হয়। উক্ত টাকার মালামাল বিক্রি করা সত্ত্বেও গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসাবে টাকা জমা করা হয়নি বরং অনবরত আমদানি এলসি স্থাপনের মাধ্যমে অনিয়মিত দায় সৃষ্টি করে ব্যাংকের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- এছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৬৫টি সাইট এলসি ও ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা হয়েছে যার মূল্য ৩৭৪.৭১ কোটি টাকা। উক্ত এলসির দায় যে কোন সময় ফান্ডেড ঋণে পরিণত হবে।
- গ্যালাক্সি সুয়েটার এন্ড ইয়ার্ন ডাইং লিঃ কর্তৃক ৪ বৎসরে ২২৫১.৯৫ কোটি টাকা আমদানির বিপরীতে ৪৮১.৩৬ কোটি টাকা রপ্তানি করা হয়েছে যা আমদানির তুলনায় ১৭৭০.৫৯ কোটি টাকা কম। উক্ত আমদানি এলসি জনতা ব্যাংক ভবন কর্পোরেট শাখা হতে করা হয়েছে। অথচ গ্রাহক জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করে না এবং বিক্রয়লব্ধ সমুদয় টাকা ঋণ হিসাবে জমা করেনি। তাছাড়া এলসি মূল্য নগদে আদায় না করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফসিলকরণের মাধ্যমে মেয়াদি ঋণে পরিণত করা ব্যাংকের আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি।
- মেসার্স সুপ্রভ স্পিনিং মিলস লিঃ ও মেসার্স সুপ্রভ রোটর এর সিসি ঋণ হিসাবে লিমিট অতিরিক্ত দায় আদায়ের বিষয়ে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

- সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ঋণের দায়ের অতিসামান্য পরিমাণ সহায়ক জামানত থাকা সত্ত্বেও ক্রমাগতভাবে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করে দিনদিন দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে-যা ব্যাংকের নীতিমালার পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।

অনিয়মের কারণ:

- আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নগদে আদায় না করে ডকুমেন্টস ছাড়করণ।
- MOU শর্ত লংঘন করা।
- অনিয়মিতভাবে পিএডি-কে টার্মলোনে রূপান্তর।
- পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত থাকা।
- লিমিট অতিরিক্ত এলসি স্থাপন।
- প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও সিসি (হাঃ) কে টার্মলোনে রূপান্তর করা।

ফলাফল:

- একক ঋণ দানে ব্যাংকের পেইড আপ ক্যাপিটালের সীমা অতিক্রম, ক্রমশ ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি ও ঋণ আদায়ে ঝুঁকির সম্ভাবনা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- মেসার্স গ্যালাক্সি সুয়েটার এন্ড ইয়ার্ন ডাইয়িং লিঃ এবং সুপ্রভ স্পিনিং লিঃ এর অনুকূলে সৃষ্ট পিএডি বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা ও অনাপত্তির আওতায় টার্মলোনে রূপান্তর করা হয়েছে। মেসার্স গ্যালাক্সি সুয়েটার এন্ড ইয়ার্ন ডাইয়িং লিঃ এবং সুপ্রভ স্পিনিং লিঃ এর সহজামানত ১:১ এ উন্নীত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কয়েকটি প্রকল্পের অবকাঠামোগত ত্রুটি থাকায় উক্ত প্রকল্পের পিসিআর ইস্যু করা যায় নি। পিসিআর ইস্যুর কাজ চলমান আছে। ০৩টি চলমান প্রকল্পের সিসি (হাঃ) ঋণ বিআরপিডি সার্কুলার-৪ এর নীতিমালার আওতায় রি-স্ট্রাকচারকৃত ঋণ। ০৭.১২.১৬ খ্রিঃ তারিখের পরিচালনা পর্ষদের ৪৫২তম সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনঃতফসিল করা হয়, পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক অনাপত্তি প্রদান করায় ঋণ হিসাবে শ্রেণিকৃত করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ MOU শর্ত লংঘন করে অনবরত দায় সৃষ্টি করে ব্যাংকের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। তাছাড়া পিএডির টাকা নগদে আদায় না করে টার্মলোনে রূপান্তরকরণ, সিসি (হাঃ) ঋণকে টার্মলোনে রূপান্তরকরণ ও পিসিআর ইস্যু না করা ব্যাংক নীতিমালার পরিপন্থি। সহজামানত বৃদ্ধি না করে লিমিট অতিরিক্ত এলসি খোলার অনুমোদন প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- MOU শর্ত পরিপালন করে ঋণ সীমা মোট পেইড আপ ক্যাপিটালের সীমার মধ্যে না রাখাসহ বর্ণিত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ - ০২

শিরোনাম : গ্রাহক কর্তৃক রপ্তানি মূল্য ব্যাংক হিসাবে জমা না করার পরও উপর্যুপরি এলসি লিমিট অতিরিক্ত এলসি স্থাপন, ব্যাংকের নির্ধারিত মূলধন অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণসহ কোন সহায়ক জামানত না থাকায় ও অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৯২৫,১৪,২৩,২৫৭ (নয়শত পঁচিশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ তেইশ হাজার দুইশত সাতান্ন) টাকা।

বিবরণ:

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৬ সালের হিসাব ০৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৪/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে জনতা ভবন কর্পোরেট শাখার এলসি (ডেফার্ড ও সাইট), পিএডি ও পিএডি (টার্মলোন) সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, শাখার গ্রাহক মেসার্স রানকা ডেনিম টেক্সটাইল মিলস লিঃ, মেসার্স রানকা সোহেল কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ ও গ্রামবাংলা এনপিকে-এর গ্রাহক আমদানিকৃত কাঁচামাল হতে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি মূল্য ব্যাংক হিসাবে জমা না করার পরও উপর্যুপরি এলসি লিমিট অতিরিক্ত এলসি স্থাপন, ব্যাংকের নির্ধারিত মূলধন অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ, কোন সহায়ক জামানত না থাকায় ও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৯২৫,১৪,২৩,২৫৭ টাকা (পরিশিষ্ট - ০২/১-৫)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২২.০৯.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর ৩৯৪তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ডিপার্টমেন্টের পত্র নং- জেবিএল/এইচও/আইসিডি/রানকা-সোহেল,রানকা ডেনিম/দায় দেনা স্থানান্তর/১৫/৭২৯, তারিখ: ৩০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স রানকা ডেনিম টেক্সটাইল মিলস লিঃ ও মেসার্স রানকা সোহেল কম্পেজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর সমস্ত দায় দেনা জনতা ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা হতে জনতা ভবন কর্পোরেট শাখায় স্থানান্তর করা হয়।
- ক) বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৬০.০০ কোটি টাকার এলসি লিমিটের বিপরীতে খোলা ২১৫.০০ কোটি টাকার এলসির মধ্যে অতিরিক্ত এলসি স্থাপন করা হয় ১৫৫.০০ কোটি টাকা। আইএফডিবিসি দায় ১৭৯.৫৯ কোটি টাকা ম্যাচুরিটি তারিখে পর্যায়ক্রমে পিএডি সৃষ্টির মাধ্যমে বিদেশী সরবরাহকারী ব্যাংকের অনুকূলে পরিশোধের অনুমোদন এবং সৃষ্ট পিএডি দায় ২৬.১৫ মিলিয়ন টাকা সহ ভবিষ্যতে সৃষ্টিতব্য পিএডি দায় ১৭৯.৭৮ কোটি টাকাসহ মোট ২০৫.৯৩ কোটি টাকা ব্লকড একাউন্টে স্থানান্তরপূর্বক আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরে (৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ) ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রচলিত হার সুদে পরিশোধের নিমিত্তে ৩০.০৬.২০২০ খ্রিঃ মেয়াদে পুনঃতফসিলকরণের অনুমোদন প্রদান করে। অনিয়মিতভাবে সৃষ্ট পিএডি দায়কে টার্মলোনে পরিণত করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- পরবর্তীতে আইসিডি ক্রেডিট ডিপার্টমেন্টের ০৩.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের সূত্র নং- জেবিএল/এইচও/আইসিডি/জনতা ভবন কর্পোরেট/রানকা সোহেল-এলসি নবায়ন/২য় পুনঃতফসিল/১৬/৮৫ মোতাবেক তলবী ঋণ ২৯.৬৯ কোটি টাকা পরিশোধের মেয়াদ ৩০.০৬.২০২০ খ্রিঃ অপরিবর্তিত রেখে ১ম কিস্তি ৩১.০৩.২০১৬ খ্রিঃ এর পরিবর্তে ৩১.১২.২০১৬ খ্রিঃ আদায়যোগ্য ধরে ০.৯০৫ কোটি টাকা হারে ৪৩টি সমকিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হিসেবে ২য় পুনঃতফসিল এবং তলবী ঋণ ১৯১.২৭ কোটি টাকার ১ম কিস্তি ৩১.০৩.২০১৬ খ্রিঃ এর পরিবর্তে ৩১.১২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আদায়যোগ্য ধরে ১ (এক) বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ৫.৩৫৫ কোটি টাকা হারে ৪৮টি সমকিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হিসেবে পুনঃতফসিলের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ০৫ বছর মেয়াদে ২য় পুনঃতফসিলকরণের অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- ২য় বার পুনঃতফসিলের পর হতে দু'টি হিসাবে আদায়যোগ্য কিস্তির হারে কোন টাকা আদায় হয়নি। ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে ঋণ হিসাব দু'টি খেলাপিতে পরিণত হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫/২০১২ মোতাবেক ২য় পুনঃতফসিলকরণের জন্য মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে মোট বকেয়া ২০% অথবা ওভারডিও দায়ের ৩০% এর মধ্যে যেটি কম সেটি প্রযোজ্য। সে ক্ষেত্রে উক্ত ২টি হিসাবে ৪.৯১ কোটি টাকার ডাউন পেমেন্ট না নিয়েই উক্ত ঋণ হিসাব দুটি ২য় বার পুনতফসিল দেখানো হয়েছে।

- জনতা ভবন শাখার গ্রাহক মেসার্স রানকা সোহেল কম্পোজিট টেক্সটাইল লিঃ-কে প্রধান কার্যালয়ের ০৩.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- ৮৫ এর মাধ্যমে ১০% মার্জিনে ৬০.০০ কোটি টাকার এলসি লিমিট প্রদান করা হয়। কিন্তু শাখা কর্তৃক লিমিট অতিরিক্ত এলসি স্থাপন করা হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- পূর্ববর্তী সময়ে একই পদ্ধতিতে ২৬৮.৯২ কোটি টাকা এলসি দায় হতে পিএডি সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমোদন গ্রহণপূর্বক পুনঃতফসিল করা হলেও গ্রাহক পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক কোন টাকাই পরিশোধ করেনি।
- পিএডি দায় হতে সৃষ্ট ঋণের বিপরীতে কোন সহায়ক জামানত বন্ধক নেওয়া হয়নি।
- গ্রাহকের নিকট হতে ক্যাশ এলসি (এট সাইট) এর দায় বাবদ টাকা নগদে আদায় ব্যতিরেকে ডকুমেন্ট ছাড়করণ করা হয়েছে যা ব্যাংকের বিধি-বিধানের পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- গ্রাহক আমদানিকৃত পণ্য দ্বারা উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি না করা বা রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ব্যাংকের হিসাবে জমা না করা সত্ত্বেও উপর্যুপরি লোকাল ও ফরেন ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা হয়েছে- যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- খ) একইভাবে গ্রাহকের অপর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স রানকা ডেনিম টেক্সটাইল মিলস লিঃ-কে ডেনিম সুতা আমদানির জন্য ৪০.০০ কোটি টাকা এলসি লিমিট প্রদান করা হয়। এর বিপরীতে ৬৭.০০ কোটি টাকার এলসি স্থাপন করা হয়েছে। ফলে লিমিট অতিরিক্ত ২৭.০০ কোটি টাকার এলসি স্থাপন করা হয়েছে।
- গ্রাহকের একই পদ্ধতিতে অনিয়মিতভাবে এলসি স্থাপনের দায় বাবদ ৮১.৭৫ কোটি টাকা সৃষ্টি হয়। উক্ত দায় সৃষ্টির বিষয়ে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই পুনঃতফসিল করা হয়েছে। পুনঃতফসিলকরণের পরও গ্রাহক ঋণের কোন টাকাই পরিশোধ করেনি।
- ঋণের বিপরীতে কোন সহায়ক জামানত না থাকায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিজেরাই ব্যাংককে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। ঋণের বিপরীতে কোন সহায়ক জামানত গ্রহণ না করায় গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধে আগ্রহী নয়।
- ২০১৬ সালে ব্যাংকের মোট মূলধন ছিল ৪৩১৮.৯৮ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের তিনটি প্রতিষ্ঠানের নিকট মোট ঋণের পরিমাণ (১৬.০৮.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে) ৯০২.৩৩ কোটি টাকা যা মূলধনের ২০.৮৯%। MOU এর শর্তানুসারে কোন একক গ্রাহক বা এর গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকের মূলধনের ১০% হিসেবে ৪৩১.৮৯ কোটি টাকার পরিবর্তে ৯০২.৩৩ কোটি টাকা দায় সৃষ্টি করা হয়েছে এক্ষেত্রে ৪৭০.৪৪ কোটি টাকার বেশি দায় সৃষ্টি করা হয়েছে- যা MOU এর শর্তের পরিপন্থি হিসাবে গণ্য।
- কোন সহায়ক জামানত বন্ধক ব্যতিরেকে রপ্তানি মূল্য হিসেবে জমা না করা সত্ত্বেও এবং ক্যাশ এলসির মূল্য নগদে আদায় না করে ডকুমেন্ট ছাড় করার ফলে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফসিলকরণের অনুমোদন প্রদান করা ব্যাংকের আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- গ) গ্রাহকের অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স গ্রাম বাংলা এনপিকে জৈবসার উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানির জন্য ১২টি ক্যাশ এলসি এটসাইট স্থাপন করা হয়। উক্ত কাঁচামালের মূল্য নগদে আদায় না করে গ্রাহকের অনুকূলে ডকুমেন্ট ছাড় করা হয়েছে। যা ব্যাংক নীতিমালার পরিপন্থি ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য। ক্যাশ এলসির আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নগদে আদায় না করে ডকুমেন্টস ছাড় করায় ব্যাংকের পিএডি দায় বাবদ ৫৫.৫৯ কোটি টাকা নগদ ও ক্ষতিজনক ঋণে পরিণত হয়েছে- যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- বাংলাদেশ সরকারের ০৯.০২.০৬ খ্রিঃ তারিখের গেজেট নোটিফিকেশন অনুসারে কৃষিকাজের সার ও সারজাত দ্রব্য (জৈব সার) উৎপাদনে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়। উদ্যোক্তা প্রথমে পরীক্ষাগারে উৎপাদিত সার উক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্যমাত্রা নিরুপণের মাপকাঠিতে গ্রহণযোগ্য হলে নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক তৎপরবর্তী উক্ত প্রকল্প নির্মাণ ও সার উৎপাদন এবং বাজারজাত করতে পারবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জৈব সার উৎপাদনের জন্য প্রকল্প ঋণ বাবদ ১৫৯.২০ কোটি টাকা মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে যা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি। নিবন্ধন ব্যতিরেকে উক্ত প্রকল্প ঋণ বিতরণ করা উক্ত আইনের পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- MOU এর ২.এ ধারা অনুসারে প্রতি বৎসর ১২% এর বেশি ঋণ বৃদ্ধি করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্ত মোটেই পরিপালন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ:

- গ্রাহক আমদানিকৃত কাচাঁমাল হতে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি মূল্য ব্যাংক হিসাবে জমা না করার পরও উপর্যুপরি এলসি লিমিট অতিরিক্ত এলসি স্থাপন করা।
- অনিয়মিতভাবে সৃষ্ট পিএডি দায়কে টার্মলোনে পরিণত করা।
- নিবন্ধন ব্যতিরেকে প্রকল্প ঋণ (জৈব সার) বিতরণ করা।
- সহায়ক জামানত বৃদ্ধি না করে লিমিট অতিরিক্ত এলসি স্থাপন করা।

ফলাফল:

- ব্যাংকের নির্ধারিত মূলধন অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ, জামানত ঘাটতি ও ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- (ক) ২৫.০৯.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর ৪৪তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশনে তলবী ঋণের ১ম কিস্তি ৩১.০১.২০১৮ খ্রিঃ হতে আদায়যোগ্য হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। ২য় বার পুনঃতফসিলের পর মাননীয় হাইকোর্টে রিটজনিত কারণে ৩১.০১.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ১.১৮ কোটি টাকা জমা প্রদান করেছেন। (খ) বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫/২০১২ মোতাবেক দ্বিতীয় বার পুনঃতফসিলের জন্য মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ওভারডিউ দায়ের ৩০% বাবদ ১,৪৮,৫০,০০০ টাকা গ্রাহক প্রদান করেছেন। সীমাতিরিক্ত এলসির দায় সমন্বয়ের জন্য গ্রাহককে অবহিত করা হয়েছে। (গ) ১২টি এটসাইট এলসির পিএডি দায় ১৪.০৬.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পরিচালনা সভার ৪৭৯তম সভার অনুমোদনক্রমে ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি সাপেক্ষে ৫ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ বিভিন্ন সময়ে আদায়কৃত টাকাকে ডাউন পেমেন্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে। সহায়ক জামানত বৃদ্ধি না করে লিমিট অতিরিক্ত এলসি স্থাপন করা, আমদানিকৃত কাচাঁমাল হতে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি মূল্য ব্যাংক হিসাবে জমা না করা ও নগদে পরিশোধযোগ্য পিএডি দায় টার্মলোনে রূপান্তর করে গ্রাহককে আনুকূল্য প্রদান করা হয়েছে- যা ব্যাংকিং নীতিমালার পরিপন্থি ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ - ০৩

শিরোনাম : রপ্তানি সামর্থ্য যাচাই না করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন এবং ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হওয়ার পরও এলসি স্থাপন ও পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় এবং অর্থ আদায় ব্যর্থতায় খেলাপি অনাদায়ি ১২২,০৪,৮২,৩৩১ (একশত বাইশ কোটি চার লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশত একত্রিশ) টাকা।

বিবরণ:

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৬ সালের হিসাব ০৩.১২.২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৪.০৩.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে জনতা ভবন কর্পোরেট শাখার প্রকল্প, সিসি (হাইঃ), এলসি (ডেফার্ড ও সাইট), পিএডি ও পিএডি (টার্ম লোন) সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, শাখার গ্রাহকের রপ্তানি সামর্থ্য যাচাই না করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন এবং ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হওয়ার পরও এলসি স্থাপন ও পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় খেলাপি অনাদায়ি ১২২,০৪,৮২,৩৩১ টাকা (পরিশিষ্ট- ০৩)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনে প্রধান কার্যালয়ের ১৯.১২.২০০৫ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরির প্রেক্ষিতে মেসার্স ফাইবার সাইন লিঃ এর অনুকূলে টেক্সটাইল মিল প্রতিষ্ঠার জন্য ৮২৬.৭৭ লক্ষ টাকার দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। ১৫.০৭.২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ১ম কিস্তি ১৫.১২.২০০৮ খ্রিঃ এবং শেষ কিস্তি ১২.০৫.২০১৪ খ্রিঃ মেয়াদে ১২টি ষান্মাসিক কিস্তিতে প্রদেয় ধরে ঋণটি পুনঃবিন্যাস করা হয়।
- এছাড়া ২৯.০৪.২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ২৫.০০ মিলিয়ন টাকার সিসি (হাইঃ) এবং আমদানির নিমিত্ত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ এলসি খোলার জন্য ৫০.০০ মিলিয়ন টাকার এলসি লিমিট মঞ্জুর করা হয় এবং ১০.১১.২০০৮ খ্রিঃ তারিখে এলসি লিমিট ৬০.০০ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ২৪.১১.২০০৯ খ্রিঃ তারিখে এলসি লিমিট ১২০.০০ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি এবং প্রকল্প ঋণের ১ম কিস্তি ডিসিম্বর ২০০৯ হতে প্রদেয় ধরে ৩১.১২.২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়। পুনরায় ২৭.০৪.২০১০ খ্রিঃ তারিখে এলসি লিমিট ২৪০.০০ মিলিয়ন এবং ১১.১০.২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৪০০.০০ মিলিয়ন টাকায় বর্ধিত করে ৩০.০৬.২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুর এবং ০৭.০৮.২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৩০.০৬.২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন করা হয়।
- ১৭.১২.২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সিসি (হাঃ) লিমিট এবং এলসি লিমিট ৩০.০৬.২০১৪ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন ও নবায়ন না করা পর্যন্ত স্বাভাবিক লেনদেন অব্যাহত রাখা এবং সৃষ্ট ২৮৭.৩৩২ মিলিয়ন টাকার ডিমান্ড লোন (বিবি) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি সাপেক্ষে ১ম কিস্তি মার্চ/২০১৪ হতে প্রদেয় ধরে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ১ম পুনঃতফসিল করা হয়।
- এসএমই ডিপার্টমেন্টের ৩০.০৭.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় যে, ২৯.০৬.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ২১তম সভায় সিসি (হাঃ) এবং এলসি লিমিটের মেয়াদ ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হওয়ায় ও ঋণের দায় বিএল হিসাবে শ্রেণিকৃত বিধায় ঋণ হিসাবের সমুদয় দায় সমন্বয় করে পরবর্তী মেয়াদে নবায়ন প্রস্তাব প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করা হলেও পরবর্তীতে ৩০.০৯.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণের লেজার দায় ৪৭.৯১৬ মিলিয়ন টাকার ১ম কিস্তি মার্চ/২০১৬ হতে প্রদেয় ধরে মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০১৬ হতে ২৪ মাস বৃদ্ধি করে মার্চ/২০১৮ মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ২য় পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এছাড়া ডিমান্ড লোন (টার্ম লোনে রূপান্তরিত) লেজার দায় ৩২৬.০৮৪ মিলিয়ন টাকার ১ম কিস্তি মার্চ ২০১৪ এর পরিবর্তে মার্চ ২০১৬ হতে প্রদেয় ধরে মেয়াদকাল ফেব্রুয়ারি ১৮ হতে ০৬ মাস বৃদ্ধি করে আগস্ট ২০১৮ মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে ২য় পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। নতুন সৃষ্ট পিএডি দায় ৩৭৭.৩২৬ মিলিয়ন টাকার ১ম কিস্তি ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ হতে প্রদেয় ধরে পুনঃতফসিলিকরণ অনুমোদনের তারিখ হতে ১২ মাস মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে ১ম পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়।
- এক্ষেত্রে সহজামানত ন্যূনতম ১ (এক) গুণে উন্নীতপূর্বক ঋণসীমা আবৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার শর্ত থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি। অপর দিকে ডাউন পেমেন্ট বাবদ ২২.০০ কোটি টাকা জমা না করায় ঋণ পুনঃতফসিল আদেশ কার্যকর হয়নি।

- অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২ ধারা অনুযায়ী বন্ধকী সম্পত্তি ১৪.১১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে নিলামে বিক্রির জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলেও ক্রেতা পাওয়া যায়নি বিধায় ঋণ আদায় অনিশ্চিত। অধিকন্তু ২০১৫ খ্রিঃ এর পর হতে লেনদেন বন্ধ রয়েছে।
- এলসি লিমিট মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- (ছ) গ্রাহক নগদ অর্থে জাহাজীকরণ দলিল ছাড় করবেন (১২০ দিনের ডেফার্ড) কিন্তু এক্ষেত্রে অনিয়মিতভাবে নগদ অর্থ গ্রহণ না করেই জাহাজীকরণ দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে। ফলে পিএডি দায় সৃষ্টি করে ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া আমদানির বিপরীতে রপ্তানি না থাকা সত্ত্বেও পুনঃপুনঃ এলসি খোলার অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে উল্লিখিত বিপুল পরিমাণ দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। পরবর্তীতে পিএডি দায় টার্মলোনে রূপান্তরিত করা হয়েছে।
- ২৩.০৯.২০১২ খ্রিঃ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট না নিয়েই বার বার ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিগত ২০১২ সন হতে ২০১৬ সন পর্যন্ত সময়ের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত ০৪ বছরে মোট ১৬৫.০৫ কোটি টাকার রপ্তানির জন্য কাচাঁমাল আমদানি করা হয়েছে। উক্ত আমদানির বিপরীতে মাত্র ১২৪.৫৩ কোটি টাকার তৈরী পোশাক রপ্তানি করা হয়েছে। সাধারণত আমদানির চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ বেশি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে আমদানির চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ কম হওয়ায় গ্রাহকের রপ্তানির সামর্থ্যের তুলনায় ব্যাক টু ব্যাক এলসির সুবিধাও (আমদানী এলসি) বেশি স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৩,২০১৪ ও ২০১৫ সনে আমদানির ৫০% ও রপ্তানি করতে পারেনি।
- ডিমান্ড লোন হিসাব নম্বর ১০৩০০২৪৮১ পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, মার্চ/২০১৪ সন হতে ডিসেম্বর ২০১৪ মাস পর্যন্ত ৭.৬২ কোটি টাকা আদায়যোগ্য ছিল। কিন্তু উক্ত সময় পর্যন্ত ৫.০৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। কম আদায় করা হয়েছে ২.৫৯ কোটি টাকা। ফলে ২টি কিস্তির অধিক বকেয়া থাকার পরও ৩১.৪৮ কোটি টাকার (৩য় ডিমান্ড লোন) আমদানি এলসি স্থাপন করা হয়েছে।
- গ্রাহকের পরপর (৩৪.৯৭+৪৬.৫৫+৩১.৪৮) ৩টি ১১৩.০০ কোটি টাকার ডিমান্ড লোনের আমদানি মালামাল মজুদ সম্পর্কে শাখা কর্তৃক কোন প্রকার তদন্ত না করেই ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করা হয়েছে যা প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থি।
- বার বার রপ্তানি ব্যর্থ হওয়ার পরও শাখা ও প্রধান কার্যালয় হতে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ১৫.০৫.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের ঋণের দায় সৃষ্টি হয়েছে ১২১.৫১ কোটি টাকা উক্ত দায়ের বিপরীতে জামানত আছে মাত্র ৫৭.৭৫ কোটি টাকা। ফলে জামানত ঘাটতি রয়েছে ৬৩.৭৬ কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ জামানত ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও বারবার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এলসি স্থাপন করা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- গ্রাহকের ঋণ হিসাবে ২০১৬ ও ২০১৭ সনে কোন লেনদেন না থাকায় ঋণসমূহ মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণে পরিণত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- আমদানির বিপরীতে যথাযথ রপ্তানি না থাকা সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন।
- ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হওয়ার পরও এলসি স্থাপন।
- পর্যাপ্ত জামানত না থাকা সত্ত্বেও বার বার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করে ঋণের টাকা আদায় বিলম্বিত করা।
- প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট না নিয়ে পুনঃতফসিল করা।

ফলাফল:

- আমদানির বিপরীতে যথাযথ রপ্তানি না থাকা সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হওয়ার পরও এলসি স্থাপন, পর্যাপ্ত জামানত না থাকা সত্ত্বেও বার বার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করে ঋণের টাকা আদায় বিলম্বিত করা এবং প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট না নিয়ে পুনঃতফসিল করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- টাকা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি কেননা জবাবে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে মর্মে বলা হলেও প্রায় ১ (এক) বছর ৩ মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি ঋণ আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হয়নি। এছাড়া মামলা দায়ের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করায় গ্রাহককে আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে বলে নিরীক্ষা মনে করে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৪

শিরোনাম : সিসি (হাঃ) ও লিম ঋণের বিপরীতে মালামাল লিম গোডাউনে না থাকা এবং প্লেজ মালামালের গুণগত মান নষ্ট হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৬৬,৫০,৩৯,৫৪৭ (ছেষট্টি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ) টাকা।

বিবরণ :

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৬ সালের হিসাব ০৩.১২.২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৪.০৩.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট, ঢাকার ফরেন ট্রেড ডিপার্টমেন্ট, ইমপোর্ট, এবং রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-১ শাখার এলসি, লিম, এবং অন্যান্য ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, এম,কে রোড কর্পোরেট শাখা যশোরের গ্রাহক এম,কে,ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক লিম ঋণের মালামাল আত্মসাৎ, সিসি (হাঃ)-র বিপরীতে মালামাল না থাকা এবং প্লেজ মালামালের গুণগতমান নষ্ট হওয়ায় ব্যাংকের ৬৬,৫০,৩৯,৫৪৭ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট- ০৪)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- নথিতে রক্ষিত ১৮.০৮.২০১৬ খ্রিঃ তারিখের স্টক রিপোর্ট অনুযায়ী লিম হিসাবে ৯৫টি লিমের বিপরীতে আমদানিকৃত মালামাল লিম গোডাউনে নেই। পণ্য বিক্রির টাকা গ্রাহক লিম ঋণ হিসাবে জমা না করে আত্মসাৎ করেছে। ফলে লিমের বিপরীতে ব্যাংকের আসল এবং সুদ বাবদ (৩৯,৮৭,৩২,১৮৪ + ৫,৩৩,৮৮,৩৬৩) = ৪৫,২১,২০,৫৪৭ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- শাখা কর্তৃক সরবরাহকৃত ১৮.০৮.২০১৬ খ্রিঃ তারিখের স্টক রিপোর্ট অনুযায়ী ৭,০০,০০,০০০ টাকার সিসি (হাইপো) ঋণসীমার বিপরীতে কোন মালামাল নেই। নবায়নকালে প্রদত্ত ১৭.০৬.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের দাখিলকৃত স্টক রিপোর্টে ১৪,০০,০০,০০০ টাকার চাল ও গম মজুদ দেখানো হয়েছিল। হাইপোথিকেশনের মালামাল গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণে থাকায় পরবর্তীতে তিনি উল্লিখিত মালামাল বিক্রি করে দিয়েছেন।
- ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ১০(ট) অনুযায়ী মালামাল গুদামজাত হওয়ার পর শাখা প্রধান/সংশ্লিষ্ট বিভাগের ইনচার্জ কর্তৃক পাক্ষিক ভিত্তিতে স্টক রেজিস্ট্রার অনুযায়ী তা যথাযথ আছে মর্মে যাচাই করে স্ট্যাক কার্ডে মন্তব্যসহ স্বাক্ষর করার শর্ত থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।
- গ্রাহকের অনুকূলে ১৫,০০,০০,০০০ টাকার সিসি (প্লেজ) ঋণের বিপরীতে সরবরাহকৃত ১৮.০৮.২০১৬ খ্রিঃ তারিখের স্টক রিপোর্ট অনুযায়ী ১৫.৫৭.৪৭,০০০ টাকার মালামালের মধ্যে ১২,৯২,৪০,০০০ টাকা মূল্যের টিএসপি এবং এমওপি সার ২০১১ ও ২০১২ সনে মজুদকৃত বিধায় এর গুণগত মান নষ্ট।
- উল্লিখিত ০৩টি ঋণ বাবদ গ্রাহকের নিকট ব্যাংকের মোট প্রাপ্য টাকার পরিমাণ (৪৫,২১,২০,৫৪৭+৮,৩৮,৬৯,০০০+ ১২,৯০,৫০,০০০)= ৬৬,৫০,৩৯,৫৪৭ টাকা ব্যাংকের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- মালামাল আত্মসাৎ করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- গুদামে মালামাল না থাকা সত্ত্বেও উপর্যুপরি ঋণ নবায়ন করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয় বিষয়টি জানা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে এবং প্রতি বৎসর প্লেজ ঋণ নবায়ন করা হয়েছে।
- উপরন্তু আমদানিকৃত মালামাল সরাসরি গ্রাহকের বরাবরে ছাড়করণের জন্য শাখা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিসকে অনাপত্তি পত্র প্রদান করে গ্রাহককে তার নিজস্ব সি এন্ড এফ এজেন্ট এর মাধ্যমে মালামাল ছাড় কারণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। শাখার সহযোগিতায় গ্রাহক আমদানিকৃত মালামাল সার ও গম ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট লিম গোডাউনে মজুদ না করে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া/বিক্রি করার সুযোগ পেয়েছে।
- ৬০০.০০ মিলিয়ন টাকার এলসি লিমিট ও ৫৪০.০০ মিলিয়ন টাকার লিম লিমিট মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লংঘন করে মেয়াদোত্তীর্ণ লিম দায় সত্ত্বেও শাখা কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ৮৪টি এল সি খুলে ৯৫টি লিম দায় সৃষ্টি করে আমদানিকৃত মালামাল ব্যাংকের গুদামে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা না করে শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষ চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

অনিয়মের কারণ:

- লিম, সিসি (হাঃ) ঋণের মালামাল লিম গোডাউনে মজুত না থাকা।
- হাইপোথিকেশনে রক্ষিত মালামালের স্টক রিপোর্ট সংরক্ষণ না করা।
- সিসি (প্লেজ) এর মালামাল দীর্ঘদিনের পুরানো মালামাল স্টকে সংরক্ষণের কারণে উক্ত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল:

- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- জবাবে বলা হয়েছে যে, ০১.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পর্ষদের ৪৬০তম সভায় অনুমোদন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ০২.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র মারফত অনাপত্তিক্রমে অত্র ব্যাংকের ফরেন ট্রেড ডিপার্টমেন্ট ইমপোর্ট ১৩.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ৪৮টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে গ্রাহকের লিম দায় পুনঃতফসিল করেন। গ্রাহক নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ না করায় ঋণটি বিএল মানে শ্রেণিকৃত হয়। সিসি (হাঃ) ঋণের মালামালের মালিকানা যেহেতু গ্রাহকের কাছে থাকে গ্রাহক তা বিক্রি করে দেন। গ্রাহকের প্লেজ গুদামে রক্ষিত মালামাল ৩,২৮,২৬,০০০ টাকা ইনভেন্ট্রি করে তা বিক্রি করে ঋণ হিসাবে জমা করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ মালামাল আত্মসাতের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের না করে পরিচালনা পর্ষদ ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ নীতিমালা উপেক্ষা করে পুনঃতফসিল করা সঠিক হয়নি। এমনকি দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৫

শিরোনাম : প্রকল্পের জমি মর্টগেজ ও রিফাইন্যান্স এর প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা গ্রহণ ব্যতিরেকে ডেফার্ড এলসি স্থাপনসহ অনিয়মিতভাবে প্রকল্পের টাকা ছাড় করায় ব্যাংকের অনিয়মিত দায় ২৩৪,০৮,৭৫,৫২৩ (দুইশত চৌত্রিশ কোটি আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত তেইশ) টাকা।

বিবরণ :

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৬ সালের হিসাব ০৩.১২.২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৪.০৩.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকার গ্রাহক মেসার্স ঢাকা নর্থ পাওয়ার ইউটিলিটি কোম্পানি লিঃ এর প্রকল্প ঋণ, এলসি সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্পের জমি মর্টগেজ ব্যতিরেকে ও রিফাইন্যান্স এর প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা গ্রহণ ব্যতিরেকে ডেফার্ড এলসি স্থাপনসহ অনিয়মিতভাবে প্রকল্পের টাকা ছাড় করায় ব্যাংকের অনিয়মিত দায় ২৩৪,০৮,৭৫,৫২৩ টাকা (পরিশিষ্ট- ০৫)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ১১.০৩.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- জেবি/এইচও/আইসিডি/ডিএনপিইউসিএল/ প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি/২০১৫ এর মাধ্যমে ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানকে ১০ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৪৮৭.১৪ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। প্রকল্পের ৪৬৮.৮০ শতাংশ জমির মধ্যে ২৭৮.৮০ শতক জমি মর্টগেজ সম্পাদন ব্যতিরেকে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৪৩.৪৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার বিপরীতে ১৩.০৩.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুদসহ ৫৭,০৮,৮৩,৭৭২ টাকা অনাদায়ি রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের ২৭৮.৮০ শতাংশ জমি ন্যাশনাল ব্যাংকের নিকট বন্ধক রয়েছে অর্থাৎ অন্য ব্যাংকের নিকট মর্টগেজকৃত জমির বিপরীতে প্রকল্প ঋণ বিতরণ করা ব্যাংকের ঋণ নীতিমালার পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- ইপিসি কন্ট্রাক্ট এলসির মূল্য বাবদ ৭২,৫০,০০০ ইউরো এর যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ডেফার্ড ৩০.১১.২০১৫, ০৮.১২.২০১৫ হতে ২১.১২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে স্থাপন করা হয়। উক্ত এলসির আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য (এস বাই এলসি) ফার্স্ট গালফ ব্যাংক এবং ন্যাশনাল ব্যাংক অব রাস আল ফাইমাহ এর নিকট হতে রিফাইন্যান্স টাকা দ্বারা প্রকল্প ঋণ বাস্তবায়ন করার শর্ত থাকলেও উক্ত ব্যাংকদ্বয়ের সাথে চুক্তি/অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা গ্রহণ ব্যতিরেকে উক্ত এলসি স্থাপন করা হয়েছে। বর্ণিত ব্যাংকদ্বয়ের নিকট হতে রিফাইন্যান্স না পাওয়ায় ব্যাংক কর্তৃক ডিমান্ড লোন/পিএডি খাত. ডেবিট করে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য বাবদ ১৭৬.৯৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে ব্যাংকের নিকট ঝুঁকিপূর্ণ দায় সৃষ্টি হয়েছে।
- ব্যাংকের ঋণদান নীতিমালা অনুসারে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির ৫% মার্জিন বাবদ ২৩.৪৭ কোটি টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করার নিয়ম, কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে মার্জিনের টাকা গ্রাহকের নিকট হতে আদায় না করে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে- যা ঋণ নীতিমালার পরিপন্থি।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ১১.০২.১৮ খ্রিঃ তারিখের সিআইবি রিপোর্ট হতে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাইশা প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর নামে শ্রেণিকৃত ঋণ থাকা সত্ত্বেও ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ২৬ কক ধারার পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।

অনিয়মের কারণ:

- প্রকল্পের জমি মর্টগেজ ব্যতিরেকে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় উক্ত অনিয়ময় সংঘটিত হয়েছে।
- রিফাইন্যান্সিং নিশ্চিত না করে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা।

ফলাফল:

- ব্যাংক নীতিমালা ভঙ্গ করে মার্জিন বাবদ অর্থ আদায় না করায় ব্যাংকের অনিয়মিত দায় সৃষ্টি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- প্রধান কার্যালয়ের ০৮.০৩.২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্রের মাধ্যমে গত ২৮.০২.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদের ৫১৩তম সভার অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরিকৃত ৪৮৭.১৪ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণের আওতায় সর্বশেষ অনুমোদিত মোট প্রকল্প ভূমি ৫৫৭.০০ শতাংশের মধ্যে ইতোমধ্যে মর্টগেজকৃত ১৯০ শতাংশ বাদে অবশিষ্ট ৩৬৭.০০ শতাংশের মধ্যে বর্তমানে ২১২.৭৫ শতাংশ জমি মর্টগেজ সম্পাদন এর অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত অনুমোদনের আলোকে গত ২৮.০৩.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উক্ত ২১২.৭৫ শতাংশ জমি বন্ধক গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ পর্ষদ কর্তৃক ১৫৪.২৫ শতাংশ জমি কম মর্টগেজ করার কারণ অডিটের কাছে বোধগম্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- ব্যাংকের অনিয়মিত দায় আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৬

শিরোনাম : স্বভাবগত খেলাপি গ্রাহকের অনুকূলে বার বার ঋণের পুনঃতফসিল দিয়ে কার্যকর না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে নতুন ঋণ মঞ্জুরি সুবিধা দেয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭২,৮৭,৮০,৭৯৫ (বাহাত্তর কোটি সাতাশি লক্ষ আশি হাজার সাতশত পঁচানব্বই) টাকা।

বিবরণ:

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৬ সালের হিসাব ০৩/১২/১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে অডিট পরিচালনাকালে লোকাল অফিসের গ্রাহক মেসার্স লিতুন ফেব্রিক্স লিঃ এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, স্বভাবগত খেলাপি গ্রাহকের অনুকূলে বারবার ঋণের পুনঃতফসিল দিয়ে কার্যকর না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে নতুন ঋণ মঞ্জুরি সুবিধা দিয়ে ব্যাংকের ক্ষতি ৭২,৮৭,৮০,৭৯৫ টাকা (পরিশিষ্ট - ০৬)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- বিগত ২৮/১০/২০০২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদের ৭৬৫ তম সভায় গ্রাহকের অনুকূলে ১৩.৮৯ কোটি টাকা প্রকল্প ঋণ এবং ০৪/১২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে ৫.০০ কোটি টাকা সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুরি করে, পরবর্তীতে ৭.০০ কোটি টাকায় বর্ধিত করা হয়। ব্যাংক টাকা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ২৩-০২-১০ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের লেজার স্থিতি ১৫.২৮৫ কোটি টাকা ৩য় বার পুনঃতফসিল এবং সিসি (হাঃ) ঋণ হিসাব ২৫-০৫-১০ খ্রিঃ তারিখে ৫ বৎসরে পরিশোধের শর্তে সুদযুক্ত ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করে।
- পরবর্তীতে ২৩-১২-১৩ খ্রিঃ তারিখে (ক) পুনঃতফসিলকৃত প্রকল্প , সিসি (হাঃ) সহ সকল ঋণ মোট ৮২.৯০৭ কোটি টাকা (খ) নতুনভাবে শ্রেণিকৃত পিএডি (বিবিএলসি), পিসিসহ মোট ৫২.১৯১ কোটি টাকা এবং (গ) অশ্রেণিকৃত সিসি (হাঃ), এলটিআর ও পিএডি (ক্যাশ) সহ মোট ৪০.৪১৭ কোটি টাকা সর্বমোট ১৭৫.৫১৫ কোটি টাকা কোন ডাউন পেমেন্ট আদায় ব্যতীত ৭% সুদে ৩১-০৩-২০২১ খ্রিঃ মেয়াদে ২৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফসিলের পর গ্রাহকের নিকট হতে ব্যাংক কোন টাকা আদায় করতে পারেনি। উপরোক্ত পুনঃতফসিলকৃত ঋণসহ নতুন সৃষ্ট ঋণের উপর বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃক ২০১৪ সালে পরিচালিত ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষ অডিটে ২১১.৯০ কোটি টাকার অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগ-২ কর্তৃক গত ২৮-০৬-১৬ খ্রিঃ তারিখে জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে লিখিত পত্র নং- ডিবিআই-২ (উবি-২)/৩০/২০১৬-২৬৫৫ মারফত জানা যায় যে, লিতুন ফেব্রিক্স লিঃ এর বিপরীতে ২০১৫ সালে আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৯.৬৭৬ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যাংক, গ্রাহক- প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাবের বিপরীতে কোন অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয় ।
- গ্রাহক- প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধে অনীহা, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫ তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রিঃ এর ৬ (এ)অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঋণ পুনঃতফসিলের পর কোন নতুন ঋণ সুবিধা পেতে হলে বিদ্যমান ঋণ স্থিতির ১৫% কম্প্রোমাইজড এমাউন্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে ০৫-১১-১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৯৯তম বোর্ড সভায় গ্রাহকের অনুকূলে অতিরিক্ত (১) সিসি (হাঃ) লিমিট ৪০.০০ কোটি টাকা ১০% মার্জিনে ডেফার্ড (আমদানি) ঋণপত্র লিমিট ২০.০০ কোটি টাকা (২) বিএমআরই ঋণ বাবদ ৩৩.৭০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। এ ধরনের ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা বিধির ৮২ পৃষ্ঠার নোট ৪ এর পরিপন্থি। তদুপরি কম্প্রোমাইজড এমাউন্ট প্রদানের শর্ত রহিতকরণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে কম্প্রোমাইজড এমাউন্ট ৩৩.৮৮১ কোটি টাকার স্থলে নামমাত্র ২.০০ কোটি টাকা আদায় করা হয়। ঋণ মঞ্জুরের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি না নিয়ে এবং বন্ধকীকৃত সম্পত্তির দলিলায়ন না করে এমডি মহোদয়ের নির্দেশনায় ২২.১১.১৫ খ্রিঃ তারিখে ৫.০০ কোটি টাকা এবং ০১.১২.১৫ খ্রিঃ তারিখে ৮.০০ কোটি টাকা সিসি (হাঃ) ঋণ বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত ঋণের দায়ভার এম.ডি মহোদয় এড়াতে পারেন না।
- উক্ত তিনটি ঋণ হিসাবের বিপরীতে ৬২.৯৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয় এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত কোন টাকা আদায়ে ব্যর্থ হয়। বর্তমানে ৩০.১১.১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উক্ত তিনটি হিসাবের বিপরীতে আদায়যোগ্য ৭২,৮৭,৮০,৭৯৫ টাকা, যা ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত।

অনিয়মের কারণ:

- বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫ তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রিঃ এর ৬ (এ)অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঋণ পুনঃতফসিলের পর কোন নতুন ঋণ সুবিধা পেতে হলে বিদ্যমান ঋণস্থিতির ১৫% কম্প্রোমাইজড এমাউন্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে,

যা ঋণ মঞ্জুর ও ঋণ বিতরণ ক্ষমতা বিধির ৮২ পৃষ্ঠার নোট ৪ এর পরিপন্থি। বন্ধকীকৃত সম্পত্তির দলিলায়ন না করে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ফলাফল:

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৭২,৮৭,৮০,৭৯৫ (বাহাত্তর কোটি সাতাশি লক্ষ আশি হাজার সাতশত পঁচানব্বই) টাকা। এছাড়া ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় করা হলে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ও কু-ঋণ প্রভিশন কম হতো।

প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- গ্রাহকের আবেদন, ক্রেডিট কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে মাননীয় পর্ষদে লিতুন ফেব্রিক্স লিমিটেড এর অনুকূলে ডাউন পেমেন্ট ও কম্প্রোমাইজড এমাউন্ট গ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে ঋণসমূহ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক এ অনাপত্তির জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক এর ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর পত্র সূত্র নং- বিআরপিডি(পি-১)/৬৬১/১৩(চ)/২০১৬-৬২ তারিখ ঃ ০৫.০১.২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বিশেষ বিবেচনায় লিতুন ফেব্রিক্স এর অনুকূলে নতুন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে কম্প্রোমাইজড এমাউন্ট গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়। গ্রাহক এক্সিট পলিসির আওতায় সুদ মওকুফের জন্য আবেদন করেছেন, যা প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষার মন্তব্য:

- স্থানীয় অফিসের জবাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে ব্যাংক পর্ষদ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুর করা হয় মর্মে উল্লেখ করা হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের যে সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে তারও কোন প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়নি। প্রায় ১ (এক) বছর ৪ মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের অনাদায়ি অর্থ আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে অদ্যাবধি নিরীক্ষাকে অবহিত করা হয়নি।
- ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের এক বৎসরের মধ্যে গ্রাহক এক্সিট পলিসির আওতায় সুদ মওকুফের জন্য আবেদন করায় প্রমাণিত হয় যে, এইরূপ খেলাপি গ্রাহকের অনুকূলে বর্ধিত ঋণ সুবিধা প্রদান ব্যাংকের স্বার্থের পরিপন্থি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- ঐচ্ছিক খেলাপি গ্রাহকের অনুকূলে বর্ধিত ঋণ সুবিধা প্রদানের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ সমুদয় অনাদায়ি টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৭

শিরোনাম : আর্থিক ও রপ্তানি সামর্থ্য বিবেচনায় না এনে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ, চলতি মূলধনের অভাবে প্রকল্প বন্ধ, রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোনসহ প্রকল্প ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংক ৪৭,৩১,৫৮,৮২৬ (সাতচল্লিশ কোটি একত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার আটশত ছাব্বিশ) টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

বিবরণ:

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৬ সালের হিসাব ০৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে লোকাল অফিসের গ্রাহক মেসার্স ফিনকোলি এ্যাপারেলস লিঃ এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, আর্থিক ও রপ্তানি সামর্থ্য বিবেচনায় না এনে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ চলতি মূলধনের অভাবে প্রকল্প বন্ধ, রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোন আদায় না হওয়ায় ব্যাংক ৪৭,৩১,৫৮,৮২৬ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন (পরিশিষ্ট - ০৭)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- গত ১৬/০২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে পর্ষদের ১৩১তম সভায় ফিনকোলি এ্যাপারেলস লিঃ এর অনুকূলে মোট প্রকল্প ব্যয় ৩২.৯৬ কোটি টাকার ৬০:৪০ ঋণ সমমূলধন অনুপাতে ১৯.৭৮ কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদের ২২৮তম সভায় প্রকল্প ঋণসীমা ২৭.৯৪ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। গ্রাহক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব করায় শুরুতেই ঋণ হিসাবটি খেলাপিতে পরিণত হয়। সর্বশেষ গত ০১-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পর্ষদের ৩৮২তম সভায় মার্চ/১৫ ভিত্তিক ওভারডিউ দায় ৫.৯২ কোটি টাকার ১৫% ডাউন পেমেন্ট ০.৮৯ কোটি টাকার বিপরীতে মাত্র ০.৩০ কোটি টাকা আদায় করে ১ম পুনঃতফসিল অনুমোদন করা হয়। ব্যাংক পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী কিস্তি আদায় করতে না পারায় ঋণ হিসাবটি মার্চ/২০১৬ থেকে বিএল হিসেবে শ্রেণিকৃত।
- প্রয়োজনীয় সহজামানত না থাকায় গ্রাহকের অনুকূলে চলতি মূলধন মঞ্জুর করা হয়নি। গ্রাহকের অনুকূলে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করার পূর্বে চলতি মূলধনের জন্য অতিরিক্ত সহায়ক জামানত প্রদান সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ঋণ মঞ্জুর করা সঠিক হয়নি। চলতি মূলধন না থাকায় বর্তমানে প্রকল্পটি বন্ধ রয়েছে।
- গ্রাহকের অনুকূলে চলতি মূলধন মঞ্জুর না করে ২৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে বিবি এলসি খোলার নীতিগত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক পিএডি দায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে পরিশোধে বাধ্য হয়। উক্ত ডিমান্ড লোনের বিপরীতে কোন জামানত না থাকায় সম্পূর্ণ টাকা ব্যাংকের ক্ষতি হিসেবে বিবেচ্য।
- শাখার ০৮-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানা যায় যে, গত ০৭.০৮.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম বিভাগের ডি.জি.এম এবং শিল্প ঋণ বিভাগের ডি.জি.এম ও ব্যবস্থাপকগণের সমন্বয়ে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন বন্ধ থাকায় এবং দায় ৪৭.৩২ কোটি টাকার বিপরীতে সহজামানত মাত্র ২১.৭২ কোটি টাকা হওয়ায় ব্যাংক উক্ত পাওনা ক্ষতির সম্মুখীন।

অনিয়মের কারণ:

- ডাউন পেমেন্ট ঘাটতি রেখে ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করা।
- ব্যাংকের পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী কিস্তি আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া।
- প্রয়োজনীয় সহজামানত না থাকা।
- বিবি এলসি খোলার বিপরীতে রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের পিএডি দায় সৃষ্টি।

ফলাফল:

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪৭,৩১,৫৮,৮২৬ (সাতচল্লিশ কোটি একত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার আটশত ছাব্বিশ) টাকা।

প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও অন্যান্য যোগ্যতাসহ সকল যোগ্যতা বিবেচনাপূর্বক গত ১৬-০২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় পর্ষদের ১৩১তম সভায় ফিনকোলি এ্যাপারেলস লিমিটেড এর অনকূলে মোট প্রকল্প ব্যয়

৩২.৯৬ কোটি টাকার ৬০ঃ৪০ ঋণ সমমূলধন অনুপাতে ১৯.৭৮ কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর ২২৮তম সভায় প্রকল্পটি আরো অধিকতর সুষমকরণের (ব্যালেন্সড) লক্ষ্যে অতি প্রয়োজনীয় মেশিনারী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে নতুনভাবে ৮.১৬ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরিপূর্বক মোট ২৭.৯৪ কোটি টাকায় বর্ধিত করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সফলভাবে ইক্যুইটির সংস্থান করেছেন এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে গত ২০.০৩.২০১৪ ইং তারিখে পি.সি.আর ইস্যু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি বর্তমানে চালু অবস্থায় রয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য:

- স্থানীয় অফিসের জবাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ২০.০৩.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পিসিআর ইস্যু করা হয়েছে ও প্রকল্পটি বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে বলা হলেও ঋণ হিসাবটি মার্চ/২০১৬ তারিখ থেকে বিএল মানে শ্রেণিকৃত এবং জনতা ব্যাংকের শিল্প ঋণ বিভাগের পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রকল্পটি বন্ধ রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও এ সম্পর্কে জবাবে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

৫—

অনুচ্ছেদ নং - ০৮

শিরোনাম : পুনঃবিন্যাসের সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ১৯,৬১,০৯,৩১৭ (উনিশ কোটি একষট্টি লক্ষ নয় হাজার তিনশত সতের) টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

বিবরণ :

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৬ সালের হিসাব ৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে লোকাল অফিসের গ্রাহক ডমিসিল ডিজাইন এন্ড বিল্ডার্স লিঃ এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পুনঃবিন্যাসের সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ১৯,৬১,০৯,৩১৭ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন (পরিশিষ্ট -০৮)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- শাখার গ্রাহক ডমিসিল ডিজাইন এন্ড বিল্ডার্স লিঃ কে বনানী মডেল টাউন আবাসিক এলাকার প্লট নং- ২৯, রোড নং- ১৮, ব্লক নং- বি ৯ কাঠা ১২ ছটাক জমির উপর বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ডমিসিল ডসলার নামক ১টি সেমি বেজমেন্টসহ ১৩ (তের) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য ২২/৫/১২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর ২৩০তম সভায় ২ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে ১২ কোটি টাকার কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট ঋণ মঞ্জুর করা হয়। উক্ত ঋণের সহায়ক জামানত হিসেবে নির্মাণাধীন ভবনসহ ৯.৭৫ কাঠা জমির মধ্যে উদ্যোক্তার অংশ ৬.৭৮ কাঠা জমি ব্যাংকের অনুকূলে মর্টগেজ করা হয়। উক্ত জমির মূল্যায়ন করা হয়েছে ২৭১২.০০ লক্ষ টাকা।

শাখা কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ১২ কোটি টাকা নিম্নলিখিতভাবে গ্রাহককে প্রদান করা হয়েছে:

তারিখ (খ্রিঃ)	কিস্তির পরিমাণ	প্রদেয় টাকার পরিমাণ
১৯/৭/১২	১ম কিস্তি	২,৪৬,৪৫,০০০/-
১৮/৬/১৩	২য় কিস্তি	২,৪৬,৪৫,০০০/-
২৯/৬/১৪	৩য় কিস্তি	২,৪৬,৪৫,০০০/-
২৩/৭/১৪	৪র্থ কিস্তি	২,৪৬,৪৫,০০০/-
১৬/৭/১৫	মেশিনারী	৬৬,০০,০০০/-
৮/১২/১৫	মেশিনারী	১৪,৮২,০০০/-
	মোট=	১২,০০,০০,০০০/-

- মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক ঋণের ১ম কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে ২৪ মাসের মধ্যে ব্যবহার করে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ সম্পন্ন করতে হবে এবং ঋণের ১ম কিস্তি বিতরণের ২৪ মাস পর হতে ১ম কিস্তি আদায়যোগ্য হবে। কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক উক্ত ঋণ হিসাবে কোন টাকা জমা করা হয়নি। অধিকন্তু গ্রাহকের ১৮/০৩/১৪ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ৩১/০৭/১৫ খ্রিঃ তারিখ থেকে শুরু করে ৩১/০৭/১৬ খ্রিঃ তারিখ পুনঃনির্ধারণপূর্বক কিস্তি পুনঃবিন্যাসের অনুমোদন দেয়া হয়। গ্রাহকের ১৬/০৮/১৫ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আবারো ৩১/০৭/১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ঋণ ৩১/৭/১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু অদ্যাবধি গ্রাহক কর্তৃক কোন টাকা আদায় হয়নি। বারবার পুনঃবিন্যাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের স্বার্থ বিবেচনা না করে গ্রাহকের স্বার্থ বিবেচনা করায় ব্যাংকের মোট ১৯,৬১,০৯,৩১৭ টাকা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, ঋণ হিসাবটি গুণগত বিচারে ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে।
- মঞ্জুরিপত্রের ১৯ (৬) ধারায় বলা আছে ফ্ল্যাট বিক্রির চুক্তি ত্রিপক্ষীয় অর্থাৎ ব্যাংক- ডেভেলপার- ক্রেতা নিয়ে করতে হবে। প্রতিটি ফ্ল্যাটের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সুদে আসলে ঋণ হিসাবে জমা হবে। বিভাগের ১৮/২/১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায় ফ্ল্যাট বিক্রয়ের অগ্রিম এবং কিস্তি বাবদ ২৫৫.৮১ লক্ষ টাকা পেয়েছে। কিন্তু উক্ত টাকা ঋণ হিসাবে দেখানো হয়নি। বরং গ্রাহক কর্তৃক উক্ত অর্থ প্রকল্প ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে, যা উল্লিখিত শর্তের পরিপন্থি।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলী পরিপালন না করা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তাং ২৩/৯/১২ লংঘন করে ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত পুনঃতফসিল করা।

- বারবার কিস্তি পরিশোধের সময় বৃদ্ধি এবং একাধিক বার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করার পরও গ্রাহকের নিকট হতে দায় আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া।
- দায় আদায়ে গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা না নেয়া।
- হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ না করা।

ফলাফল :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৯,৬১,০৯,৩১৭ (উনিশ কোটি একষট্টি লক্ষ নয় হাজার তিনশত সতের) টাকা।

প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- দীর্ঘদিন যাবৎ রিয়েল এস্টেট বিজনেস এর বাজার মন্দা থাকার কারণে ফ্ল্যাট বিক্রয় না হওয়ায় গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঋণটিতে পুনঃবিন্যাসের সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও গ্রাহক কিস্তির টাকা পরিশোধ না করায় গ্রাহককে টেলিফোন এবং পত্রের মাধ্যমে বারবার তাগাদা প্রদান করা হয়। সর্বশেষ ২৮/১২/২০১৭ ইং তারিখে সমুদয় ঋণ ১৫/০১/২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে ।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- স্থানীয় অফিসের জবাবে ১৫/০১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধের জন্য ২৮/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত তাগিদপত্র প্রদানের কথা বলা হলেও প্রায় ১ (এক) বছর ৬ মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের অর্থ আদায়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে অদ্যাবধি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৯

শিরোনাম : সিসি (হাঃ) ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর, নতুন সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের পর শাখার মনিটরিং না থাকায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ, ঋণের তুলনায় জামানত নগণ্য হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪১,৬৮,৯৩,১৩২ (একচল্লিশ কোটি আটষট্টি লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশত বত্রিশ) টাকা।

বিবরণ:

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৬ সালের হিসাব ০৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে অডিট পরিচালনাকালে লোকাল অফিসের গ্রাহক মেসার্স জুট স্পিনার্স লিঃ এর নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সিসি (হাঃ) ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর, নতুন সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের পর শাখার মনিটরিং না থাকায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ, ঋণের তুলনায় জামানত নগণ্য হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪১,৬৮,৯৩,১৩২ টাকা (পরিশিষ্ট-০৯)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স জুট স্পিনার্স জনতা ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস হতে সর্ব প্রথম ১৯৮২-৮৩ মৌসুম হতে ২০০.০০ লক্ষ টাকার একটি সিসি (হাঃ) ঋণ সুবিধা ভোগ করে আসছিল। ১২/১১/১৪ খ্রিঃ তারিখে সিসি (হাঃ) ঋণ হিসাবটির আরোপিত অনাদায়ি সুদ ১৩৬৭.৯০ লক্ষ টাকা ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করা হয় যা ১(এক) বৎসর গ্রেস পিরিয়ডসহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৫ (পাচঁ) বৎসরে পরিশোধযোগ্য। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা মাত্র ২টি কিস্তি পরিশোধ করেছে। প্রধান কার্যালয়ের ১২/১১/১৪ খ্রিঃ তারিখের অনুমোদনের শর্ত মোতাবেক পর পর দুইটি কিস্তি খেলাপি হওয়ায় উক্ত ব্লকড সুবিধাটি বাতিল হয়েছে। সর্বশেষ ০২/১০/১৬ খ্রিঃ তারিখে ঋণসীমা ২০০০.০০ লক্ষ টাকায় ৩০-০৬-২০১৭ খ্রিঃ মেয়াদে ১৩৩.১৯ লক্ষ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় নবায়ন করা হয়। বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৪/১২ অনুয়ায়ী ঋণ হিসাবটি বিএল মানে শ্রেণিকরণ যোগ্য হলেও তা না করে নবায়ন করা গুরুতর অনিয়ম। ঋণ বিতরণের পর শাখার কোন মনিটরিং ছিল না।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পাট খাতে সহায়তা প্রদানে গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ঋণ গ্রহীতাকে কাচাঁ পাট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ১৪/০৯/১৪ খ্রিঃ তারিখে পাঁচ বৎসর মেয়াদে ১০০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। লেনদেনের বিবরণী হতে দেখা যায় এ হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করত কাঁচা পাট ক্রয় না করে সিসি (হাঃ) হিসাবে জমা করা হয়েছে, যা গুরুতর অনিয়ম। বর্তমানে ঋণ হিসাবটি ক্ষতিজনক শ্রেণিতে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ১৫ মোতাবেক ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত মজুদ কাঁচা পাট এবং তৈরী পাটজাত দ্রব্যের অবস্থান পরিবর্তনের উপর শাখা কর্তৃক কঠোরভাবে তদারকি করার নির্দেশনা থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি। শাখার নিবিড় তদারকি অব্যাহত রাখার Due Diligence Apply করার শর্ত পরিপালন হয়নি।
- ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, সিসি ব্লকড হিসাবে ডিসেম্বর/১৬, সিসি (হাঃ) হিসাবে ফেব্রুয়ারী /১৭ এবং পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় সিসি (হাঃ) হিসাবে ফেব্রুয়ারী/১৬ তারিখের পর কোন লেনদেন নেই। তা সত্ত্বেও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ১১ মোতাবেক গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- নিরীক্ষায় আরো লক্ষ্য করা গেল যে, ঋণ হিসাবসমূহ সম্পূর্ণ সমন্বয় বা নিয়মিতকরণের জন্য ২/৪/১৭, ৪/৫/১৭ , ২৭/৮/১৭ এবং ১৫/১১/১৭ খ্রিঃ তারিখে একাধিকবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও গ্রাহক কর্তৃক কোন টাকা পরিশোধ করা হয়নি।
- পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় মঞ্জুরিকৃত ঋণ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও বাণিজ্যিক হারে সুদ আরোপ না করে গ্রাহকের প্রতি আর্থিক আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন বন্ধ। ঋণ হিসাবগুলো ক্ষতিজনক মানে (বিএল) শ্রেণিকৃত। ঋণের বিপরীতে কোন প্রাথমিক জামানত নেই। ফলে ব্যাংকের পাওনা মোট দায় ৪১,৬৮,৯৩,১৩২ টাকার বিপরীতে সহজামানত মাত্র ৩৪.৬৮ কোটি (ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়িত) হওয়ায় আদায় অনিশ্চিত ।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলী পরিপালন না করা।
- সিসি (হাঃ) ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় নবায়ন করা।
- বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৪/১২ অনুয়ায়ী ঋণ হিসাবটি বিএল মানে শ্রেণিকরণযোগ্য হলেও তা না করে অনিয়মিতভাবে নবায়ন করা।

- পুনঃ অর্থায়ন স্কীমের আওতায় মঞ্জুরিকৃত ঋণের টাকা উত্তোলন করত কাঁচা পাট ক্রয় না করে সিসি (হাঃ) হিসাবে জমা করা।
- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক শাখা কর্তৃক কঠোরভাবে তদারকি করার নির্দেশনা থাকলেও তা পরিপালন না করা।

ফলাফল :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪১,৬৮,৯৩,১৩২ (একচল্লিশ কোটি আটষট্টি লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশত বত্রিশ) টাকা।

প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অত্র শাখার গ্রাহক জুট স্পিনার্স লিমিটেড এর নামীয় ২০.০০ কোটি সিসি (হাঃ) ঋণ হিসাবটি বিগত ০২.১০.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৩০.০৬.২০১৭ খ্রিঃ মেয়াদে নিয়মিত থাকা সাপেক্ষে (বিএল যোগ্য ছিল না) নবায়ন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ঋণ হিসাবে লেনদেন না থাকা ও ৩১.০৮.২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুরিকৃত ১.০০ কোটি টাকার সিসি (হাঃ) পুনঃঅর্থায়ন (নবায়ন/আবর্তনযোগ্য) ঋণ সীমাটির কিস্তি পরিশোধ করে ৩১.০৮.২০১৭ খ্রিঃ মেয়াদ নবায়ন না হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকরণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৪ জুলাই ২০১৪ ইং তারিখের নীতিমালার আলোকে গ্রাহকের অনুকূলে ১৩.৬৮ কোটি টাকার সিসি (ব্লকড) ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয় যার দুটি কিস্তি গ্রাহক পরিশোধ করেন এবং পরবর্তীতে ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় উক্ত ঋণ হিসাবটিও ক্ষতি জনক মানে শ্রেণিকৃত হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- সিসি (হাঃ) ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় নবায়ন করা হয় যা- বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৪/১২ অনুয়ায়ী ঋণ হিসাবটি বিএল মানে শ্রেণিকরণযোগ্য হলেও তা না করে নবায়ন করা হয়। পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় মঞ্জুরিকৃত ঋণের টাকা উত্তোলন করত কাঁচা পাট ক্রয় না করে সিসি (হাঃ) হিসাবে জমা করা হয়েছে। ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক শাখা কর্তৃক কঠোরভাবে তদারকি করার নির্দেশনা থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং - ১০

শিরোনাম: বন্ধকী সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন করে ঋণ মঞ্জুর, মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত এবং লেনদেনবিহীন সিসি (হাঃ) ঋণ অনাদায়ে ব্যাংকের ক্ষতি ৩,২০,০৫,৫৪৬ (তিন কোটি বিশ লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত ছেচল্লিশ) টাকা।

বিবরণ:

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৬ সালের হিসাব ০৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে লোকাল অফিসের গ্রাহক মেসার্স ডাইটেক্স ইন্টারন্যাশনাল এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বন্ধকী সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন করে ঋণ মঞ্জুর, মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত এবং লেনদেনবিহীন সিসি (হাঃ) ঋণ অনাদায়ে ব্যাংকের ক্ষতি ৩,২০,০৫,৫৪৬ টাকা (পরিশিষ্ট - ১০)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহকের অনুকূলে ১০/০৫/২০১০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানায় জাঙ্গাল মৌজায় ২৫৮.৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যায়ন করা ৮৬.২৫ শতাংশ জমি বন্ধকীর বিপরীতে ১.০০ কোটি টাকা সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুরি হয়। একই সম্পত্তি ২৮/১২/১৫ খ্রিঃ তারিখে ৪৫৫.২৫ লক্ষ টাকা মূল্যায়নের ভিত্তিতে ১১/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৪২৪তম বোর্ড সভায় গ্রাহকের অনুকূলে ৩.০ কোটি টাকার সিসি (হাঃ) ঋণসীমা ৩১/০৩/২০১৭ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, বন্ধকী জমি অতি মূল্যায়ন করে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।
- ঋণ হিসাব বিবরণীতে দেখা যায় যে, গ্রাহক ঋণ হিসাবে ২৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৩.০০ লক্ষ এবং ০১/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ৫.০০ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছেন। মঞ্জুরিপত্রের ১২ নং শর্ত মোতাবেক ঋণ হিসাবে পর্যাপ্ত লেনদেন করার শর্ত আরোপ করা হলেও তা পরিপালন করা হয়নি।
- ঋণ হিসাবের সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধের জন্য গ্রাহককে ব্যাংকের এমডি মহোদয়ের ১৪/০৯/১৭ খ্রিঃ তারিখের নির্দেশের প্রেক্ষিতে একাধিক পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও গ্রাহক ব্যাংকের সাথে কোন যোগাযোগ করেনি।
- মঞ্জুরিপত্রে বর্ণিত বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে প্রাথমিক জামানত নেই। মাসিক ভিত্তিতে মজুদ মালামালের স্টক রিপোর্ট প্রদানের শর্ত থাকলেও স্টক রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।
- বন্ধকীকৃত মালামাল সকল ঝুঁকি কভার করে বীমা করার শর্ত থাকলেও ২৫.১০.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পর কোন বীমা করা হয়নি।
- ঋণ হিসাবটি ৩১/৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং ঋণসীমা ৩.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যাংকের পাওনা সীমাতিরিক্ত দায় ৩.২০ কোটি টাকা নবায়ন না হওয়ায় ঋণ হিসাবটি ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত।

অনিয়মের কারণ :

- বন্ধকী সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন করে ঋণসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। লেনদেনবিহীন সিসি (হাঃ) ঋণ বর্তমানে মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত এবং ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত।

ফলাফল :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৩,২০,০৫,৫৪৬ (তিন কোটি বিশ লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত ছেচল্লিশ) টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মেসার্স ডাইটেক্স ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানাধীন জাঙ্গাল মৌজাস্থিত ৮৬.২৫ শতাংশ জমি ১০/০৫/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ২৫৮.৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যায়ন করে ১.০০ কোটি টাকার সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত ঋণ পরিশোধের পর গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৮/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে উক্ত সম্পত্তি ৪৫৫.২৫ লক্ষ টাকা মূল্যায়ন করে ৩.০০ কোটি টাকার সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। উপরোক্ত দুটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান ৫ বছর ৬ মাস। এই সময়ের মধ্যে সম্পত্তির চারিপার্শ্বে রাস্তা ঘাটের উন্নতি হয়েছে এবং সম্পত্তি ঢাকা-চট্রগাম হাইওয়ে সংলগ্ন আবাসিক কাম কমার্শিয়াল এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় মার্কেট রেট দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে সার্বিকভাবে সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণ হিসাবে পর্যাপ্ত লেনদেন করার জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ব্যবসা মন্দা থাকার কারণে পর্যাপ্ত লেনদেন করা সম্ভব হয়নি বলে গ্রাহকে জানিয়েছে। ঋণের টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহককে তাগাদাপত্র প্রদানের প্রেক্ষিতে গ্রাহক আলোচ্য ঋণের টাকা পরিশোধের নিমিত্তে গত ২৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পুনঃতফসিলের আবেদন করেছে। গ্রাহকের পুনঃতফসিল আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয়

ডাউন পেমেন্ট প্রদান করার জন্য গত ২৮/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহককে পত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক জামানত হিসেবে ৩০/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৩.৭৫ কোটি টাকা মূল্যসহ মজুদ মালামালের বিবরণী নথিভুক্ত আছে। হালনাগাদ মজুদ মালামালের বিবরণী প্রদান করার জন্য গ্রাহককে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে। বীমার মেয়াদ ২৫.১০.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। হালনাগাদ বীমা করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। শ্রেণিকৃত আলোচ্য ঋণের ৩.২০ কোটি টাকা আদায়ের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- বন্ধকী সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যায়ন করে ১.০০ কোটি টাকা ঋণসীমা ৩.০ কোটিতে বর্ধিত করা সঠিক হয়নি। তাছাড়া গ্রাহকের ব্যবসা বন্ধ থাকায় ঋণ হিসাবে লেনদেন নেই এবং সিসি (হাঃ) ঋণসীমা নবায়ন না করে পুনঃতফসিল করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১১

শিরোনাম : অস্বচ্ছল গ্রাহক ও জামানতবিহীন ঋণের দায় অধিগ্রহণ করে ঋণ বিতরণের পর আদায়ে ব্যর্থ হয়ে পুনঃতফসিল দিয়েও টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৬৪,৫৯,০০,০০০ (একশত চৌষট্টি কোটি উনষাট লক্ষ) টাকা।

বিবরণ :

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৬ সালের হিসাব ০৩/১২/২০১৭ ইং হতে ২৮/২/২০১৮ ইং পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে লোকাল অফিসের গ্রাহক মেসার্স নাসা স্পিনার্স লিঃ এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় দেখা গেল যে, অস্বচ্ছল গ্রাহক ও জামানতবিহীন ঋণের দায় অধিগ্রহণ করে ঋণ বিতরণের পর আদায়ে ব্যর্থ হয়ে পুনঃতফসিল দিয়েও টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৬৪,৫৯,০০,০০০ টাকা (পরিশিষ্ট - ১১)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে পর্ষদের ২৩/১২/২০০৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৬৮তম সভায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর ৭০.০০ কোটি টাকা দায় পরিশোধপূর্বক জনতা ব্যাংক, লোকাল অফিসে ৭০.০০ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ সৃষ্টি এবং কার্যকরী মূলধন বাবদ ১৫.০ কোটি টাকার সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুরির অনুমোদন দেয়া হয়। পর্ষদে উপস্থাপিত স্মারকে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে পরিশোধিত মূলধন মাত্র ৫.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মঞ্জুরিকৃত ঋণের তুলনায় প্রকল্পের পরিশোধিত মূলধন অতি নগণ্য। বিরাট অংকের ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের পূর্বে বিষয়টি আমলে নেয়া হয়নি।
- মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিপরীতে প্রকল্পের জমি লীজ প্রাপ্ত বিধায় রেজিস্ট্রার্ড মর্টগেজ হিসাবে গ্রহণ করা যায়নি। ফলে উক্ত ঋণ জামানতবিহীন। এ ধরনের ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ ঋণ নীতিমালার পরিপন্থি। শুধু ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে বিপুল অংকের ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ ঋণ ব্যবস্থাপনায় গুরুতর অনিয়ম।
- বিতরণকৃত ঋণের কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ২০-০৭-২০১১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯৪তম বোর্ড সভায় ঋণের দায় ১ম কিস্তি মার্চ/১২ থেকে পরিশোধযোগ্য ধরে মেয়াদ ৩১-১২-২০১৫ ইং এর পরিবর্তে ৩১-১২-২০১৮ ইং নির্ধারণ করে পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফসিল অনুযায়ী কিস্তি আদায় না হওয়ায় প্রকল্প ঋণ হিসাবটি ডিসেম্বর/১৩ হতে ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত। পুনঃতফসিলের শর্তানুয়ায়ী কিস্তির টাকা আদায় না হওয়ায় জামানতবিহীন সমুদয় টাকা ব্যাংকের ক্ষতি।
- গ্রাহক সিসি (হাঃ) ঋণ হিসাবে মার্চ/২০১৩ এর পর কোন টাকা জমা করেনি। ফলে নভেম্বর/১২ এর পর নবায়নের শর্তানুযয়ী সিসি (হাঃ) ঋণ হিসাবের নবায়ন কার্যকর না হওয়ায় ঋণ হিসাবটি শ্রেণিকৃত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও ডিসেম্বর/১২ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে অনিয়মিতভাবে ৪.৭৭ কোটি টাকা সুদ হিসাবায়ন করে আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করা সঠিক হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- জামানতবিহীন ঋণের দায় অধিগ্রহণ করা।
- পুনঃতফসিল অনুযায়ী কিস্তি আদায় না হওয়া।

ফলাফল :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৬৪,৫৯,০০,০০০ (একশত চৌষট্টি কোটি উনষাট লক্ষ) টাকা ।

প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি মাননীয় পর্ষদে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর ৭০.০০ কোটি টাকা দায় পরিশোধপূর্বক জনতা ব্যাংক, লোকাল অফিসে ৭০.০০ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ সৃষ্টি এবং কার্যকরী মূলধন ১৫.০০ কোটি টাকার সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুরির প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাবিত নথিতে গ্রাহকের অনুমোদিত মূলধন এবং পরিশোধিত মূলধন উল্লেখ করা হয় এবং মাননীয় পর্ষদ কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়ার পর গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুরিপত্র দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে ঋণ বিতরণ করা হয়। প্রকল্পটি কুমিল্লা ইপিজেড-এ প্রতিষ্ঠিত এবং উক্ত জমি ইপিজেড কর্তৃক নাসা স্পিনার্স লিঃ এর নিকট লীজ প্রদান করা হয়। লীজপ্রাপ্ত জমি ঋণের বিপরীতে মর্টগেজ হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে নাসা স্পিনার্স লিঃ এর নিকট হতে `Corporate Guarantee' গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী নাসা স্পিনার্স লিঃ এর পরিচালকবৃন্দের গ্যারান্টি এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা গ্রাহকের সক্ষমতা বিবেচনা না করেই জামানতবিহীন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ফলে ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত ঋণের সুপারিশকারী ও মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও জড়িত সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং - ১২

শিরোনাম : অধিগ্রহণকৃত ঋণ বার বার পুনঃতফসিলের সুবিধা নেয়া সত্ত্বেও টাকা আদায় না হওয়ায় এবং দায়ের তুলনায় জামানত কম হওয়ায় ব্যাংক ১৯৭,২১,৩১,৬৪৪ (একশত সাতানব্বই কোটি একুশ লক্ষ একত্রিশ হাজার ছয়শত চুয়াল্লিশ) টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

বিবরণ:

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৬ সালের হিসাব ৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে লোকাল অফিসের গ্রাহক মেসার্স সিক্স সিজনস এ্যাপার্টমেন্ট লিঃ এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় দেখা গেল যে, অধিগ্রহণকৃত ঋণ বার বার পুনঃতফসিলের সুবিধা নেয়া সত্ত্বেও টাকা আদায় না হওয়ায় এবং দায়ের তুলনায় জামানত কম হওয়ায় ব্যাংক ১৯৭,২১,৩১,৬৪৪ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন (পরিশিষ্ট - ১২)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স সিক্স সিজনস এ্যাপার্টমেন্ট লিঃ এর অনুকূলে ১৬/০২/১০ খ্রিঃ তারিখে পর্ষদের ১৩১তম সভায় মোট প্রকল্প ব্যয় ৫৭৮.৮০৫ মিলিয়ন টাকার উপর ৬০:৪০ অনুপাতে ৩৪৭.২৮৩ মিলিয়ন টাকার দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরপূর্বক ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড গুলশান শাখাকে এককালীন ২০ কোটি টাকার দায় পরিশোধ করত প্রকল্পটি জনতা ব্যাংক লোকাল অফিস ঢাকায় আনয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ৮/১১/১০ খ্রিঃ তারিখের পর্ষদের ১৪২তম সভায় এবং ৩০/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখের পর্ষদের ২৫২তম বোর্ড সভায় দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। সুতরাং ৫০:৫০ ঋণ সমমূলধন অনুপাতে মোট প্রকল্প ঋণের পরিমাণ দাড়ায় ৯৩,৫১,৬৩,০০০ টাকা। উল্লেখ্য, ব্যবসা সচল রাখার জন্য ১২/০১/১৪ খ্রিঃ তারিখের ৩০৫তম বোর্ড সভায় ৪ কোটি সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ৩১/১০/১৩ খ্রিঃ তারিখে পিপিআর ইস্যু করা হয়েছে। ১৯/১০/১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ব্যবসা শুরু করলেও অডিটকালীন সময় পর্যন্ত কোন টাকা গ্রাহক পরিশোধ করেননি। তদুপরি দুইবার পুনঃতফসিল করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন টাকা আদায় হয়নি। প্রথম বার (১৩/১২/১৫ খ্রিঃ তারিখে পর্ষদের অনুমোদন) পুনঃতফসিলিকরণ অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক ঋণের কোন টাকা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও পুনরায় ২২/১২/১৬ খ্রিঃ তারিখে নাম মাত্র ডাউন পেমেন্ট দিয়ে (২৪.৪২ কোটি টাকার স্থলে মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা) ২য় বার পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। তারপরও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, ১৭৭.৩২ কোটি টাকা জামানতের বিপরীতে বর্তমানে ব্যাংকের দায় সৃষ্টি হয়েছে ১৯৭.৪৮ কোটি টাকা। দায়ের তুলনায় জামানত অত্যন্ত নগণ্য। বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত। ফলে ব্যাংকের পাওনা নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন।

অনিয়মের কারণ :

- যাচাই বাছাই না করে ঋণের দায় অধিগ্রহণ করা।
- যথাযথ পরিমাণ ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা।
- ঋণের তুলনায় কম পরিমাণ জামানত রাখা।

ফলাফল :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৯৭,২১,৩১,৬৪৪ (একশত সাতানব্বই কোটি একুশ লক্ষ একত্রিশ হাজার ছয়শত চুয়াল্লিশ) টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সিক্স সিজনস এ্যাপার্টমেন্ট লিঃ এর অনুকূলে সকল নিয়ম কানুন পরিপালনপূর্বক ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং গত ৩১.১০.২০১৩ ইং তারিখে পিসিআর ইস্যু করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের ব্যাপারে গ্রাহকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গ্রাহকের ব্যবসার অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সামর্থ্য যাচাই না করে বাববার পুনঃতফসিল করে কালক্ষেপণ করা এবং ঋণের দায় বৃদ্ধি আইনসম্মত নয়। এটি গ্রাহকের স্বভাবগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা ব্যবহার বিধিমালা (৮ম সংস্করন) ধারা ১৪ (ক) অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতা স্বভাবগতভাবে ঋণ

খেলাপি হলে ব্যাংক পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন বিবেচনা করবে না। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২য় পুনঃ তফসিলিকরণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে মার্চ/১৭ হতে আদায়যোগ্য ধরে সমান ৩৬ (ছত্রিশ) ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১১% হার সুদে ডিসেম্বর /২৫ মেয়াদে। ২য় পুনঃতফসিলের সিডিউল অবগত করে গ্রাহক বরাবর ০১/০১/১৭ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হলে গ্রাহক ২য় পুনঃতফসিলকে "Accepted" বলে মন্তব্য করেন। অথচ গ্রাহক কোন টাকা পরিশোধ না করে ৮/১১/১৭ খ্রিঃ তারিখের আবেদনে সেপ্টেম্বর/১৭ পর্যন্ত আরোপিত সুদ আলাদা করে সুদবিহীন ব্লক একাউন্টে রূপান্তর করে ২ (দুই) বছর মরেটরিয়াম পিরিয়ড নির্ধারণ করে ১ম কিস্তি ডিসেম্বর /১৯ আদায়যোগ্য ধরে ৬০ (ষাট) টি ত্রৈমাসিক কিস্তি এবং মূলঋণ জুন/১৮ হতে আদায়যোগ্য ধরে ৯% হার সুদে ডিসেম্বর/৩২ মেয়াদে ৩য় পুনতফসিলিকরণের অনুরোধ করেছেন। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহক ঋণ পরিশোধ না করে পুন:তফসিল করে কালক্ষেপণ করা স্বভাবগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ ক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদান ও পুনঃতফসিলকরণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৩

শিরোনাম : সঠিক গ্রাহক নির্বাচন ও ঋণের প্রাপ্যতা বিবেচনায় না এনে ঋণ মঞ্জুর ও অনিয়মিত বিতরণের পর গ্রাহক প্রকল্প চালাতে ব্যর্থ, ঋণের তুলনায় জামানত অতি নগণ্য হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,৬২,৫৫,৫৫৬ (তের কোটি বাষট্টি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত ছাপ্পান্ন) টাকা।

বিবরণ:

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১১-২০১৬ সালের হিসাব ০৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মতিঝিল কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স এ্যাবাকাস টেক্সটাইল লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সঠিক গ্রাহক নির্বচিন ও ঋণের প্রাপ্যতা বিবেচনায় না এনে ঋণ মঞ্জুর ও অনিয়মিত বিতরণের পর গ্রাহক প্রকল্প চালাতে ব্যর্থ, ঋণের তুলনায় জামানত অতি নগণ্য হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,৬২,৫৫,৫৫৬ টাকা (পরিশিষ্ট -১৩)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহকের অনুকূলে ৭/১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৪৯তম পর্ষদ সভায় ৭.৬৭ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর এবং প্রকল্প ঋণের ১ম কিস্তি ৭/৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বিতরণ করা হয়। প্রকল্পটির পিসিআর করা হয় ১১/৫/২০১৪ খ্রিঃ। গ্রাহকের অনুকূলে ১৭/৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ৩.০০ কোটি টাকার চলতি মূলধন সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং ৩০/১২/২০১৫ খ্রিঃ ঋণসীমা ৩.৫০ কোটি টাকায় বৃদ্ধিকরণসহ ৩০/৬/১৬ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন করা হয়।
- উল্লিখিত গ্রাহকের অনুকূলে ১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বস্ত্র প্রকৌশলী চলতি মূলধন নিরুপণ করেন ৪৬১.৪৭ লক্ষ টাকা এবং ঋণ মঞ্জুর করা হয় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। আবার ০১/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে চলতি মূলধন নিরুপণ করেন ৫০১.৫৮ লক্ষ টাকা এবং ঋণ মঞ্জুর করা হয় ৩৫০.০০ লক্ষ। এখানে উল্লেখ্য যে, মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী বস্ত্র প্রকৌশলী উক্ত প্রকল্পের রিলেশনশীপ ম্যানেজারের দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পটি ব্যর্থ হয় ফলে প্রকল্পের চলতি মূলধন ১৭/৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুর করা সত্ত্বেও প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাঃ) ৩১/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের পর ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়। প্রকল্পটি একটি রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও শাখার মাধ্যমে কোন রপ্তানির প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- চলতি মূলধন ঋণ দ্বারা প্রকল্পের কাঁচামাল ক্রয় করার শর্ত থাকলেও ২৩/৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে চলতি মূলধন হিসাব হতে ৪১.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। যা গুরুতর অনিয়ম।
- পরিচালকগণের প্রকল্প পরিচালনায় অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রধান কার্যালয়ের বস্ত্র প্রকৌশলীকে রিলেশনশীপ ম্যানেজারের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। সঠিক গ্রাহক নির্বাচন না করে এ ধরনের ঋণ মঞ্জুর ঋণ ব্যবস্থাপনায় আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ।
- গ্রাহক প্রকল্প পরিচালনায় ব্যর্থ, ব্যাংকের পাওনা ১৩.৬৩ কোটি টাকার বিপরীতে জামানত ২.৯০ কোটি টাকা হওয়ায় ব্যাংকের পাওনা নিশ্চিত ক্ষতি।

অনিয়মের কারণ :

- সঠিক গ্রাহক নির্বাচন না করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা।
- চলতি মূলধন ঋণ দ্বারা প্রকল্পের কাঁচামাল ক্রয় না করে প্রকল্প ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করে দায় পরিশোধ করা।

ফলাফল:

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৩,৬২,৫৫,৫৫৬ (তের কোটি বাষট্টি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত ছাপ্পান্ন) টাকা।

প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকল্পটি বর্তমানে চালু/উৎপাদনরত অবস্থায় রয়েছে। প্রকল্পটির উৎপাদিত পণ্য চীনা পণ্য আগ্রাসনের কারণে বাজারজাতকরণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে রপ্তানিমুখী হওয়ার পরও গ্রাহক প্রতিযোগিতার কারণে পণ্য রপ্তানি করতে পারছেন না। শতভাগ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন না পাওয়ায় প্রকল্পটি কাঙ্খিত উৎপাদন করতে পারেনি। প্রয়োজনীয় চলতি মুলধনের বিপরীতে সহজামানত দিতে না পারায় গ্রাহককে নতুন করে চলতি মুলধন প্রদান করা সম্ভব পর হয় নাই। বর্তমানে গ্রাহক তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রকল্পটি হস্তান্তর করে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে শাখায় যোগাযোগ করেছেন।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনরত থাকলেও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করে না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বস্ত্র প্রকৌশলীসহ অনিয়ম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৪

শিরোনাম : মেয়াদোত্তীর্ণ ও সন্দেহজনক দায় থাকা অবস্থায় রপ্তানি হবে না জেনেও বিবিএলসি স্থাপন করে রপ্তানি ব্যর্থতায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন ৯,১৭,১৯,৫১৫ (নয় কোটি সতের লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশত পনের) টাকা।

বিবরণ :

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব ৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/২/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কামাল আতার্তুক এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, বনানী, ঢাকা এর গ্রাহক মেসার্স তামান্না সোয়েটার লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মেয়াদোত্তীর্ণ ও সন্দেহজনক দায় থাকা অবস্থায় রপ্তানি হবে না জেনেও বিবিএলসি স্থাপন করে রপ্তানি ব্যর্থতায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন ৯,১৭,১৯,৫১৫ টাকা (পরিশিষ্ট- ১৪)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহকের অনুকূলে পর্ষদের ২৮/০৮/১২ খ্রিঃ তারিখের ২৪৩তম সভায় শ্রেণিকৃত এলটিআর (এফসি) খাতের ২৭৫.৬৪ লক্ষ টাকা ৩য় বার এবং ডিমান্ড লোন (বিবিএলসি) খাতের ৩৫৪.৫৭ লক্ষ টাকা ২য় বার পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল করা হয়।
- উক্ত পুনঃতফসিলের পর ৫টি রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ২৯টি বিবিএলসি স্থাপন করে গ্রাহক রপ্তানি না করায় অন্য ব্যাংকের দায় ব্যাংক পিএডি/ ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে পরিশোধে বাধ্য হয়। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিবিএলসি খোলার তারিখে গ্রাহকের হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণ দায় রয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা অবস্থায় নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান গুরুতর আর্থিক অনিয়ম। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্য জাহাজীকরণের তারিখ উত্তীর্ণের পর বিবিএলসি স্থাপন করা হয়েছে (রপ্তানি ঋণপত্র নং- ৫৪৭৬৭০১৬২১ তাং- ১৬/০৭/১৩ খ্রিঃ, বিবি নং- ০১৩৮-১৪০৪-০২০৫ তাং- ২৯.০১.১৪ খ্রিঃ জাহাজীকরণের তারিখ: ০২.১০.১৩ খ্রিঃ)। কোন কোন ক্ষেত্রে জাহাজীকরণের তারিখের ৪/৫ দিন পূর্বে বিবিএলসি স্থাপন করা হয়েছে (রপ্তানি ঋণপত্র নং- এইচ ০৫০৩০৪ তাং- ১৯.৭.১৩ খ্রিঃ বিবি নং- ০১৩৮-১৪০৪-০৫০২ তাং- ১২.০৩.১৪ খ্রিঃ জাহাজীকরণের তাং- ১৭.০৩.১৪ খ্রিঃ এবং রপ্তানি ঋণপত্র নং- ৫৪৭৬৭০১৯১৮ তাং- ৪/০২/১৪ খ্রিঃ বিবি নং- ০৫৩১ তাং- ১৮.০৩.১৪ খ্রিঃ ,০৫৩২ তাং- ১৮/০৩/১৪ খ্রিঃ, ০৫৭১ তাং- ২৩.০৩.১৪ খ্রিঃ, ৫৯০ তাং- ২৫.০৩.১৪ খ্রিঃ, ০৭৬৮ তাং- ২২.০৪.১৪ খ্রিঃ জাহাজীকরণের তারিখ ১৮/৪/১৪ খ্রিঃ)। রপ্তানি হবে না জেনেও বিবিএলসি স্থাপন করে ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রাহককে ব্যাংকের অর্থ হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- অধিকন্তু গ্রাহকের অনুকূলে ৯/১২/১৩, ৯/০১/১৪, ১১/০২/১৪, ৯/০৩/১৪ ও ১৫/৫/১৪ খ্রিঃ তারিখে ক্ষমতা বহির্ভূত ৫টি পিসি বিতরণ করার পর পণ্য রপ্তানি না হওয়ায় পিসি দায় আদায়ে ব্যাংক ব্যর্থ হয়।
- শাখার ২০/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেখা যায় বর্তমানে কারখানা বন্ধ রয়েছে। এমতাবস্থায় জামানত স্বল্পতায় ব্যাংকের পাওনা সমুদয় টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

অনিয়মের কারণ :

- মেয়াদোত্তীর্ণ ও সন্দেহজনক দায় থাকা অবস্থায় লীড টাইম বিবেচনায় না নিয়ে বিবিএলসি স্থাপন করা।
- গ্রাহকের অনুকূলে ক্ষমতা বহির্ভূত পিসি ঋণ বিতরণ করা।
- অপর্যাপ্ত জামানত রাখা।

ফলাফল :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৯,১৭,১৯,৫১৫ (নয় কোটি সতের লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশত পনের) টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- শাখার গ্রাহক তামান্না সোয়েটার লিঃ এর খেলাপি দায় আদায়ের লক্ষ্যে আইনি পদক্ষেপ হিসেবে গত ২৬.১১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহক বরাবর লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, গ্রাহক পুনঃতফসিলকরণের জন্য বিভিন্ন তারিখে মোট ১,০৬,৯৪,০০০.০০ টাকা ডাউন পেমেন্ট জমা করেন গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনঃতফসিল প্রক্রিয়া প্রধান কার্যালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। ঋণ হিসাবটি নিয়মিত করার পর নিরীক্ষা বিভাগকে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা অবস্থায় এবং পণ্য জাহাজীকরণের তারিখের পর বিবিএলসি স্থাপন করে নতুন দায় সৃষ্টি করার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ঋণ হিসাবসমূহে জড়িত অর্থ আদায় করত নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৫

শিরোনাম : মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (MOU) এর শর্ত পরিপালন না করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং ক্রয়কৃত রপ্তানি বিল (FDBP) অপ্রত্যাবাসিত থাকা সত্ত্বেও নতুন রপ্তানি বিল (FDBP) ক্রয় করায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায় ১৫৫১,৬৪,৭৭,০০২ (এক হাজার পাঁচশত একান্ন কোটি চৌষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুই) টাকা।

বিবরণ:

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব ০৬/০৩/২০১৮ খ্রিঃ হতে ১৪/০৩/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে অডিট পরিচালনাকালে ইমামগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর শাখার গ্রাহক মেসার্স ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস্ লিঃ ও এর সহযোগি প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (Mou) এর শর্ত পরিপালন না করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং ক্রয়কৃত রপ্তানি বিল (FDBP) অপ্রত্যাবাসিত থাকা সত্ত্বেও নতুন রপ্তানি বিল (FDBP) ক্রয় করায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায় ১৫৫১,৬৪,৭৭,০০২ টাকা (পরিশিষ্ট -১৫)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৬ সালের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, এর মোট মূলধন ৪৩১৮.৯৮ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত (MOU) এর ৪ নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুয়ায়ী বাংকের মূলধনের ভিত্তিতে একক/গ্রুপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঋণের সর্বোচ্চ ফান্ডেড ঋণসীমা ১০% বা ৪৩১.৯০ কোটি টাকা। ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আলোচ্য গ্রাহক ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ফান্ডেড দায়ের পরিমাণ ১৫৫১,৬৪,৭৭,০০২ টাকা। আলোচ্যক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে জনতা ব্যাংক লিঃ এর সম্পাদিত (MOU) এর শর্ত অনুয়ায়ী গ্রাহক ও তার সহযোগি প্রতিষ্ঠানের দায় Single Borrower Exposure Limit (১৫৫১,৬৪,৭৭,০০২ - ৪৩১৯০০০০০০) = ১১১৯,৭৪,৭৭,০০২ টাকা অতিক্রম করেছে।
- ঋণ হিসাবটি বৃহৎ ঋণসীমা অতিক্রম করা সত্ত্বেও উক্ত গ্রাহকের মেয়াদোত্তীর্ণ রপ্তানি বিল (FDBP) থাকা অবস্থায় নতুন করে রপ্তানি বিল (FDBP) ক্রয় করত গ্রাহকের দায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে (MOU) শর্ত লংঘন করা হয়েছে।
- প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, গ্রাহক ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে শাখা কর্তৃক ৩/৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ০১/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৪১৫ টি রপ্তানি বিল ক্রয় করা হয়েছে। গাইডলাইনস ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস V-1 , Chapter-7, বিধি- ২৯ এর নির্দেশনা মোতাবেক রপ্তানি বিলমূল্য পণ্য জাহাজীকরণের ১২০ দিনের মধ্যে প্রত্যাবাসিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক ক্রয়কৃত রপ্তানি বিলমূল্য ম্যাচুরিটি তারিখের মধ্যে প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে রপ্তানি বিল (FDBP) ক্রয় করা হয়েছে, যা বিধিসম্মত হয়নি।
- অধিকাংশ রপ্তানি বিল ডেফার্ড বিল হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক শাখা কর্তৃক এলসি ইস্যুকারী ব্যাংক হতে ম্যাচুরিটি তারিখ / একসেপ্টেন্স পাওয়ার পূর্বেই বিল ক্রয় করা হয়েছে- যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

আপত্তির কারণ :

- মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (MOU) এর শর্ত পরিপালন না করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা।
- ক্রয়কৃত রপ্তানি বিল (FDBP) অপ্রত্যাবাসিত থাকা সত্ত্বেও নতুন রপ্তানি বিল (FDBP) ক্রয় করা।

ফলাফল :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায় ১৫৫১,৬৪,৭৭,০০২ (এক হাজার পাঁচশত একান্ন কোটি চৌষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুই) টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- গ্রাহকের নামীয় প্রতিষ্ঠানের ১৯৭৬ সাল হতে বিগত ০২.০৫.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কোন রপ্তানি বিল অপ্রত্যাবাসিত ছিল না। অপ্রত্যাবাসিত রপ্তানি বিলের বিষয়টি গ্রাহককে একাধিক বার অবহিত করা হলেও, গ্রাহকগণ অত্র শাখাকে অবহিত করেছেন যে, হাজারীবাগ, ঢাকা থেকে হঠাৎ করে তাদের ট্যানারী প্রতিষ্ঠানগুলো সাভার ট্যানারী এস্টেট, ঢাকাতে স্থানান্তর করার ব্যাপারে সরকারি বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানান্তর করতে প্রায় ০১ (এক) বছর সময় লেগে যায়; যা তাদের পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মারাত্মক প্রভাব পড়ছে বলে গ্রাহক অত্র শাখাকে অবহিত করেছেন। হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারী প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির লাইনগুলো বিচ্ছিন্ন করা ছিল। উল্লেখ্য, সাভার ট্যানারী এস্টেটে বিদ্যুৎ লাইন, গ্যাস লাইন, পানির লাইনসহ ইটিপি ব্যবস্থা, স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরোধিতার মুখে প্রতিষ্ঠান চালু করতেও অনেক সময় লেগে যায় বলে গ্রাহক অত্র শাখাকে অবহিত করেছেন। যার ফলে বিদেশী ক্রেতাগণের অর্ডার অনুযায়ী পণ্য শিপমেন্ট করতেও বিলম্ব হয়। বিদেশী ক্রেতাগণ, গ্রাহকের দীর্ঘদিনের পুরাতন, বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত হওয়ায় ক্রয়াদেশ বাতিল না করে রপ্তানিকৃত পণ্য গ্রহণ করেছেন। যেহেতু গ্রাহক যে

সিজনের পণ্য সেই সিজনে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু বিদেশী ক্রেতাগণ গ্রাহককে অঙ্গীকার করেছেন যে, যথাশীঘ্রই অপ্রত্যাবাসিত বিলসমূহের বিল মূল্য পরিশোধ করবেন। ব্যাংকার- কাস্টমার সুসম্পর্ক, আমদানিকারক-রপ্তানিকারক সুসম্পর্ক, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বাংলাদেশের জিডিপি হার বৃদ্ধি, সফল উদ্যোক্তা হিসেবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের মধ্যে দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রপ্তানিকারকের ভূমিকা, রপ্তানিকারকের ব্যবসায়িক সুনাম, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান রাখা এবং বিগত বছরের রপ্তানি পারফরমেন্স সুবিবেচনায় এনে গ্রাহকগণের রপ্তানি কার্যক্রম চলমানসহ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা, ইউটিলিটি সুবিধা ও কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য গ্রাহকসমূহের অনুকূলে কিছু সংখ্যক রপ্তানি বিল ক্রয় করা হয়েছে। বিগত ০২/০২/২০১৮ ইং তারিখ থেকে নতুন করে কোন রপ্তানি বিল ক্রয় করা হয়নি। নতুন রপ্তানি বিলগুলো কালেকশন ভিত্তিতে প্রেরণ করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ক্রয়কৃত রপ্তানি বিলগুলোর মূল্য প্রত্যাবাসিত হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য:

- ক্রয়কৃত রপ্তানি বিল মেয়াদোত্তীর্ণের পর (ওভারডিউ) নতুন করে রপ্তানি বিল ক্রয় করা বিধিসম্মত হয়নি। ক্রয়কৃত মেয়াদোত্তীর্ণ বিলসহ সমুদয় রপ্তানি বিল অতিদ্রুত আদায়/প্রত্যাবাসিত হওয়া আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- ক্রয়কৃত মেয়াদোত্তীর্ণ বিলসহ সমুদয় রপ্তানি বিল প্রত্যাবাসন / আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

৭—

অনুচ্ছেদ নং - ১৬

শিরোনাম : ক্রয়কৃত রপ্তানি বিলমূল্য (**FDBP**) ম্যাচুরিটি তারিখের পর অপ্রত্যাবাসিত থাকা সত্ত্বেও নতুন রপ্তানি বিল ক্রয় (**FDBP**) করায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ পাওনা ৪৮৫,৩৬,৭৩,৮৪৮ (চারশত পঁচাশি কোটি ছত্রিশ লক্ষ তিহাত্তর হাজার আটশত আটচল্লিশ) টাকা।

বিবরণ:

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব ০৬/০৩/১৮ খ্রিঃ হতে ১৪/০৩/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে অডিট পরিচালনাকালে ইমামগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর গ্রাহক মেসার্স রিমেক্স ফুটওয়্যার লিঃ এর রপ্তানি বিল ক্রয় সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার ও বিবরণী নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ক্রয়কৃত রপ্তানি বিলমূল্য (FDBP) ম্যাচুরিটি তারিখের পর অপ্রত্যাবাসিত থাকা সত্ত্বেও নতুন রপ্তানি বিল ক্রয় (FDBP) করায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ পাওনা ৪৮৫,৩৬,৭৩,৮৪৮ টাকা (পরিশিষ্ট -১৬)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- উল্লিখিত গ্রাহকের রপ্তানি ঋণের বিপরীতে শাখা কর্তৃক ০৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ হতে ০১/০২/১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৪৮৫,৩৬,৭৩,৮৪৮ টাকা মূল্যের মোট ২৪২টি রপ্তানি বিল ক্রয় করা হয়েছে। গাইড লাইনস ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস V-1, Chapter-7, বিধি-২৯ এর নির্দেশনা মোতাবেক রপ্তানি বিলমূল্য পণ্য জাহাজীকরণের ১২০ দিনের মধ্যে প্রত্যাবাসিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক ক্রয়কৃত রপ্তানি বিলমূল্য ম্যাচুরিটি তারিখের মধ্যে প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে রপ্তানি বিল (FDBP) ক্রয় করা হয়েছে, যা বিধিসম্মত হয়নি।
- অধিকাংশ রপ্তানি বিল ডেফার্ড বিল হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক শাখা কর্তৃক এলসি ইস্যুকারী ব্যাংক হতে ম্যাচুরিটি তারিখ / একসেপ্টেন্স পাওয়ার পূর্বেই বিল ক্রয় করা হয়েছে- যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

অনিয়মের কারণ :

- ক্রয়কৃত রপ্তানি বিলমূল্য (FDBP) অপ্রত্যাবাসিত থাকা সত্ত্বেও নতুন রপ্তানি বিল ক্রয় (FDBP) করা হয়েছে।

ফলাফল :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ পাওনা ৪৮৫,৩৬,৭৩,৮৪৮ (চারশত পঁচাশি কোটি ছত্রিশ লক্ষ তিহাত্তর হাজার আটশত আটচল্লিশ) টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- গ্রাহকের নামীয় প্রতিষ্ঠানের ২০০৫ সাল হতে বিগত ০২.০৫.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কোন রপ্তানি বিল অপ্রত্যাবাসিত ছিল না। অপ্রত্যাবাসিত রপ্তানি বিলের বিষয়টি গ্রাহককে একাধিক বার অবহিত করা হলে, গ্রাহকগণ অত্র শাখাকে অবহিত করেছেন যে, হাজারীবাগ, ঢাকা থেকে হঠাৎ করে তাদের ট্যানারী প্রতিষ্ঠানগুলো সাভার ট্যানারী এস্টেট, ঢাকাতে স্থানান্তর করার ব্যাপারে সরকারি বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানান্তর করতে প্রায় ০১ (এক) বছর সময় লেগে যায়; যা তাদের পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মারাত্মক প্রভাব পড়ছে বলে গ্রাহক অত্র শাখাকে অবহিত করেছেন। হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারী প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্যাস,বিদ্যুৎ ও পানির লাইনগুলো বিচ্ছিন্ন করা ছিল। উল্লেখ্য, সাভার ট্যানারী এস্টেটে বিদ্যুৎ লাইন, গ্যাস লাইন, পানির লাইনসহ ইটিপি ব্যবস্থা, স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরোধিতার মুখে প্রতিষ্ঠান চালু করতেও তাদের অনেক সময় লেগে যায় বলে গ্রাহক অত্র শাখাকে অবহিত করেছেন। যার ফলে বিদেশী ক্রেতাগণের অর্ডার অনুযায়ী পণ্য শিপমেন্ট করতেও বিলম্ব হয়। বিদেশী ক্রেতাগণ, গ্রাহকের দীর্ঘ দিনের পুরাতন, বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত হওয়ায় ক্রয়াদেশ বাতিল না করে রপ্তানিকৃত পণ্য গ্রহণ করেছেন। যেহেতু গ্রাহক যে সিজনের পণ্য সেই সিজনে স বরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু বিদেশী ক্রেতাগণ গ্রাহককে অঙ্গীকার করেছেন যে, যথাশীঘ্রই অপ্রত্যাবাসিত বিলসমূহের বিল মূল্য পরিশোধ করবেন।
- ব্যাংকার- কাস্টমার সুসম্পর্ক, আমদানিকারক-রপ্তানিকারক সুসম্পর্ক, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বাংলাদেশের জিডিপি হার বৃদ্ধি, সফল উদ্যোক্তা হিসেবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের মধ্যে দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রপ্তানিকারকের ভূমিকা, রপ্তানিকারকের ব্যবসায়িক সুনাম, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান রাখা এবং বিগত বছরের রপ্তানি পারফরমেন্স সুবিবেচনায় এনে গ্রাহকগণের রপ্তানি কার্যক্রম চলমান সহপ্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা, ইউটিলিটি সুবিধা ও কাচাঁমাল ক্রয়ের জন্য গ্রাহকসমূহের অনুকূলে কিছু সংখ্যক রপ্তানি বিল

ক্রয় করা হয়েছে। বিগত ০২/০২/২০১৮ ইং তারিখ থেকে নতুন করে কোন রপ্তানি বিল ক্রয় করা হয়নি। নতুন রপ্তানি বিলগুলো কালেকশন ভিত্তিতে প্রেরণ করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ক্রয়কৃত রপ্তানি বিলগুলোর মূল্য প্রত্যাবাসিত হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য:

- ক্রয়কৃত রপ্তানি বিল মেয়াদোত্তীর্ণের পর (ওভারডিউ) নতুন করে রপ্তানি বিল ক্রয় করা বিধিসম্মত হয়নি। ক্রয়কৃত মেয়াদোত্তীর্ণ বিলসহ সমুদয় রপ্তানি বিল অতিদ্রুত আদায়/প্রত্যাবাসিত হওয়া আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ক্রয়কৃত মেয়াদোত্তীর্ণ বিলসহ সমুদয় রপ্তানি বিল প্রত্যাবাসন/আদায় করে নিরীক্ষা অফিসে জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৭

শিরোনাম : মেসার্স হাসান জুট মিলস লিঃ কে প্রদত্ত সিসি (হাঃ) ঋণ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৭,৯৯,৭১,৬৩০ (সাত কোটি নিরানব্বই লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত ত্রিশ) টাকা।

বিবরণ:

Entity Wide Audit এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিঃ, বিভাগীয় অফিস, রাজশাহী ও এর অধীনস্ত ৪টি এরিয়া অফিস ও ১৯টি শাখার ২০১৬ খ্রিঃ এবং ক্ষেত্র বিশেষে ২০১০-২০১৬ সালের হিসাব ০৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সপ্তপদী মার্কেট শাখার হাসান জুট মিলস লিঃ এর সিসি (হাঃ) ঋণের নথি ও লেনদেন বিবরণী হতে দেখা যায়, মেসার্স হাসান জুট মিলস লিঃ কে প্রদত্ত সিসি (হাঃ) ঋণ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৭,৯৯,৭১,৬৩০ টাকা (পরিশিষ্ট -১৭)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের এস এম ই ডিপার্টমেন্ট এর মঞ্জুরিপত্র নং- কাঃ আঃ হোঃ/হাসান জুট/ সপ্তপদী মার্কেট শাখা/১৪/৯৩২, তারিখ: ০৩/০৪/২০১৪ খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স হাসান জুট মিলস লিঃ এর অনুকূলে ৩০% মার্জিনে মূলধন হিসাব ৭.০০ কোটি টাকার সিসি (হাঃ) ঋণ ৩০/৩/২০১৫ খ্রিঃ মেয়াদ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে ৩০/০৩/২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে ১৬/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে এবং ৩০/০৩/১৭ খ্রিঃ মেয়াদে ২৮/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ২ বার নবায়ন সুবিধা প্রদান করা হয় ।
- ঋণ গ্রহীতা প্রকল্প ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে উক্ত প্রকল্পের আওতায় চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করা হয়েছে ।
- ঋণ নবায়নের প্রস্তাব পত্র ও লেনদেন বিবরণী হতে দেখা যায় লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও ঋণ নবায়নের সুপারিশ করা হয় এবং সুপারিশের প্রেক্ষিতে ঋণটি পুনঃ পুনঃ নাবায়ন করা হয়েছে।
- শাখা কর্তৃক হাইপোথিকেশনে রক্ষিত মালামালের স্টক রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা পরিপালনের কোন রেকর্ড পরিলক্ষিত হয়নি।
- ঋণ গ্রহীতার লেনদেন বিবরণী হতে দেখা যায়, ঋণ বিতরণের পর মেয়াদোত্তীর্ণের সময় পর্যন্ত সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন। অর্থাৎ একই দিনে যে পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে জমা হয়েছে প্রায়ক্ষেত্রে একইদিনে সমপরিমাণ অর্থ উত্তোলন করেছেন। পরবর্তীতে নবায়ন করা হলেও ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক জমার পরিমাণ যথাযথ না থাকায় বিপুল পরিমাণ সুদ আরোপ হওয়ায় ঋণ গ্রহীতা মাঝে মধ্যে সুদ বাবদ কিছু টাকা জমা প্রদান করেছেন। কিন্তু জমা প্রয়োজনীয় পরিমাণ না হওয়ায় ক্রমশ ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। যা ঋণ গ্রহীতার ব্যবসায়িক যোগ্যতার বা ঋণ পরিশোধের সক্ষমতার ঘাটতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- প্রকল্প ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরির সুপারিশ করা।
- লেনদেন যথাযথ না হওয়া সত্ত্বেও একাধিকবার নবায়ন সুবিধা প্রদান করা।

ফলাফল:

- একাধিকবার নবায়ন সুবিধা গ্রহণের পরও ঋণ গ্রহীতা খেলাপিতে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় দীর্ঘায়িত ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় ব্যাংকের তারল্য ঘাটতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সর্বশেষ ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে, "প্রধান কার্যলিয়ের অনুমোদন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র অনুসারে ০৭/০২/২০১৮ খ্রিঃ মোতাবেক উক্ত সিসি (হাঃ) লোনটি জুন/১৮ খ্রিঃ ১ম কিস্তির তারিখ নির্ধারণ করে মাসিক ৩২.৫৪ লক্ষ টাকা কিস্তি প্রদেয় ধরে অক্টোবর/২০২০ খ্রিঃ মেয়াদে ১ম বার

পুনঃতফসিলের অনুমোদন দেওয়া হয়। গ্রাহক জুন/১৮ খ্রিঃ তারিখে ১,০০,০০০ টাকা, জুলাই/১৮ খ্রিঃ তারিখে ১০,০০,০০০ টাকা প্রদান করেছেন এবং ৩য় কিস্তি আদায়ে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ঋণের কিস্তি নিয়মিতভাবে আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।"

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রকল্প ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরির সুপারিশ করায় এবং লেনদেন যথাযথ না হওয়া সত্ত্বেও একাধিকবার নবায়ন সুবিধা প্রদান করায় ও তদারকির অভাবে ঋণটি সন্দেহজনক শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংক সম্ভাব্য ক্ষতির সম্মুখীন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১১/০৭/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৬/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- প্রাপ্য সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

তারিখঃ ১১/১২/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৫/০৩/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

(মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিএএ)
মহাপরিচালক
শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৯-২০২০/৬৫৯৮কম/এ—৮০০ বই, ২০২০।